NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ১২ এপ্রিল ২০২৬  ২৮ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৩০০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.04.2026, Vol.19, Issue No. 300, 8 Pages, Price 3.00

# ভরসার শপথ

## বিজেপির প্রধান সংকল্পগুলি

- অনুপ্রবেশ রুখতে সরকার গঠন হওয়ার **৪৫ দিনের মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জমি অধিগ্রহণ সমস্যার** সমাধান করা হবে
- **সমস্ত সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা** সুনিশ্চিত ভাবে মহার্ঘ্যভাতা পাবেন এবং ৭ম বেতন কমিশন চালু করা হবে
- **অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform civil code) বাস্তবায়ন করা** হবে এবং ধর্মাচরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হবে
- তৃণমূলের ১৫ বছরের **দুর্নীতি আর অপশাসনের বিরুদ্ধে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। সিন্ডিকেট রাজ এবং কাটমানির বিরুদ্ধে** কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে
- মহিলারা প্রতি মাসে ৩,000 টাকার আর্থিক সহায়তা পাবেন এবং নারী স্বশক্তিকরণের ফলে **৭৫ লক্ষ নারী হবেন 'লাখপতি দিদি'। সরকারি চাকরিতে নারীদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ** থাকবে
- রাজ্যের সমস্ত **সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা** সুনিশ্চিত করা হবে
- **স্নাতকে ভর্তি** হওয়ার সময় ছাত্রীদের এককালীন **৫0,000 টাকা আর্থিক সহায়তা** প্রদান করা হবে
- **গর্ভবতী মহিলাদের ২১,000 টাকার আর্থিক সহায়তা** এবং ৬টি পুষ্টি সরঞ্জামের কিট প্রদান করা হবে
- মাহিলা সুরক্ষার **জন্য দুর্গা** স্কোয়াড নামে **মহিলা পুলিশ ব্যাটেলিয়ন** তৈরি হবে। রাজ্য পুলিশ বাহিনীতে দুটি বিশেষ মহিলা ব্যাটেলিয়ন তৈরি করা হবে
- **সিঙ্গুরে তৈরি হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক,** হলদিয়া বন্দর নীল **ইকোনমির মেরুদন্ড** হয়ে উঠবে এবং এক নতুন জাতীয় সড়কের মাধ্যমে **দার্জিলিং ও সুন্দরবনের মধ্যে সরাসরি সংযোগ** স্থাপন হবে
- মাইক্রোফিনান্স সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণ শোধ করতে অপারক ব্যক্তিদের **১ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা** প্রদান করা হবে
- ৫ বছরের মধ্যে **১ কোটি নতুন কর্মসংস্থান** হবে, ২০২৬ এর ডিসেম্বরের মধ্যে **সমস্ত সরকারি শূন্যপদ পূরণ** এবং যুবদের **প্রতি মাসে ৩,000 টাকার আর্থিক সহায়তা** প্রদান করা হবে
- স্টার্টআপের জন্য **৫ লক্ষ যুবদের ১0 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক** সহায়তা প্রদান করা হবে
- প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার আওতায় রাজ্যের কৃষকদের **৯,000 টাকার আর্থিক সহায়তা** প্রদান করা হবে। ধান,আলু ও আম চাষের জন্য সাহায্য করা হবে এবং ধানের **ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করে ৩,১00 টাকা** করা হবে
- রাজ্যের **প্রতিটি মৎস্যজীবীকে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে** নথিভুক্ত করা হবে এবং রাজ্যকে প্রধান মৎস্য রপ্তানি কেন্দ্রে পরিণত করা হবে
- আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যাবে
- ধর্মীয় পর্যটনকে নতুন মাত্রা দিতে রাজ্যে তৈরী হবে **শক্তিপীঠ সার্কিট ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সার্কিট**
- একটি **বন্দে মাতরম্ সংগ্রহশালা** গড়ে তোলা হবে এবং কলকাতা পাবে **ইউনেস্কো লিভিং হেরিটেজ সিটির** তকমা
- উত্তরবঙ্গে স্থাপন করা হবে AIIMS, IIT এবং IIM জরাজীর্ণ ও **পুরনো চা বাগানগুলিকে চাঙ্গা করতে** পুনঃরোপণ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে
- ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে **কুড়মালি ও রাজবংশী ভাষা** অন্তর্ভুক্ত করা হবে

পাল্টানো দরকার

চাই বিজেপি সরকার

ভরসার শপথের জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

ভয় OUT ভরসা IN BJP কে ভোট দিন

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**নাম -পদবী পরিবর্তন**

গত 02/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9046 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Badsha S/o. Sk. Rafik, R/o. 199, Gaula, Polba, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার Passport-এ আমার পিতার সঠিক নাম Sk. Rafik-এর পরিবর্তে Sk Rafique এবং আমার মাতার সঠিক নাম Rafeja Bibi-এর পরিবর্তে Rajufa Bibi লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার পিতা Sk. Rafik ও Sk Rafique এবং আমার মাতা Rafeja Bibi ও Rajufa Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

**PUBLIC NOTICE**

That my clients Pabitra Das lost the Original Deed vide No. 00803/1997 registered at SR Jhargram dated 18/03/1997 which was in his custody. GDE Lodged at Jhargram PS Vide GDE No.2100, Dated 31/03/26. If anyone has any objection contact me with relevant documents within 7 days. Thereafter no claim will be accepted.

Pranayan Chandra
Advocate
Insta Legal Services
Mobile : 8777407081

**আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি**

আমি সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ের পিতা - মহিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুষমা মুখার্জ্জী, স্বামী - শ্যাম মুখার্জ্জী, শোভনা মুখার্জ্জী, স্বামী - তুষারকান্তি মুখার্জ্জী, সবিতা চ্যাটার্জ্জী, স্বামী - প্রদীপ কুমার চ্যাটার্জ্জী, সুচিত্রা মুখার্জ্জী, স্বামী - অমর মুখার্জ্জী সকলে জে.এল. নং - ৩৭, মন্ডলাই মৌজায়, ৮৫১, ২৩৮ কৃঃ খতিয়ানে ২১৬৬ দাগে মোট ৪০ শতক সম্পত্তি ১৬/০৪/২০০৮ তারিখে হুগলী রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০১ নং আমমোক্তার বলে সলিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পাভুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

**সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
**পাভুয়া, হুগলী**

**PUBLIC NOTICE**

NOTICE is hereby given to Public that my clients namely Srimati Munmun Mondal, D/o Late Sanat Kumar Das of Sonarpur Natunpally, Paschimpara, P.S.: Sonarpur, Kolkata: 700 150; and Sri Arunava Das, S/o Late Sanat Kumar Das of Flat No.: A-3, Manjari Apartment, Balia, Garia, P.S.: Narendrapur, Kolkata: 700 084 are the joint owners of land measuring about 10 Decimal comprising to R. S. Dag No.: 202 and another land about 10.50 Decimal, comprising to R. S. Dag No.: 203, both adjacent land are under R.S. Khatian No.: 280, at Mouza: Tentulberia, J.L. No.: 44, Ward No.: 06 of Rajpur Sonarpur Municipality, Police Station: Narendrapur (Formerly Sonarpur), District: South 24 Parganas, West Bengal is free from all encumbrance with effect from the date of 13.03.2026 after registered the "Deed of Cancellation of Development Agreement" which has been registered in the Office of A.D.S.R. Garia by being No. 162901171 at Garia and recorded in Book No. I, Volume No. 1629 – 2026, Pages from 32026 to 32042 for the Year 2026 and another "Deed of Revocation of Development Power of Attorney" has been duly registered on same date and office by being No. 162900047 and recorded in Book No. IV, Volume No. 1629 – 2026, Pages from 690 to 704 for the Year 2026 by and between my clients and with one M/s. Freestyle Enterprise, represented by its proprietor Sri Subhasis Mandal, son of Mahadev Mandal, of Prantik Peerless Abasan, B 1/5 – 002, Sonarpur, Police Station: Narendrapur (Formerly Sonarpur), Kolkata: 700 150, District: South 24 Parganas. It is hereby declared by my clients that no longer, nobody is authorized to do any work to do any act, things, deeds and to sign any documents excepts my client(s). My aforesaid Clients shall not be liable or bound by any way by such acts, deeds, things or transactions done by anybody onwards 13.03.2026.

**Chayan Banerjee, Advocate, Bar Association Room No.: 11, City Sessions & C.M.M. Court, 2 & 3, Bankshall Street, Kolkata: 700 001.**
**Mobile No.: 93395 20674 / 94331 37103**

**আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি**

আমি চন্দন ব্যানার্জী ওরফে চন্দন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতি ভট্টাচার্য্য, প্রণতী ভট্টাচার্য্য, লীনা চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা মুখার্জী ওঃ শুক্লা মুখোপাধ্যায় সকলের পিতা - রাজেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ওরফে রাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সকলে একত্রে জে.এল. নং - ১৫০, গজিনাদাসপুর মৌজায় ২০ কৃঃ খতিয়ানে ১৪০৬ দাগে উক্ত ২১/০২/২২ তারিখে পাভুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৩ নং আমমোক্তার বলে আলোক কুমার ব্যানার্জ্জী, ছবি ব্যানার্জ্জী, অনিমেষ ব্যানার্জ্জী কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পাভুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

**চন্দন ব্যানার্জী**
**পাভুয়া, হুগলী**

## আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

**আজ ১২ই এপ্রিল। ২৮শে চৈত্র। রবি বার। দশমী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

**বৃষ রাশি :** সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

**মিথুন রাশি :** অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

**কর্কট রাশি :** শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

**কন্যা রাশি :** শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

**তুলা রাশি :** আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

**বৃশ্চিক রাশি :** শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

**ধনু রাশি :** অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

**মকর রাশি :** আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

**কুম্ভ রাশি :** খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মীন রাশি :** শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

**(শুভ কর্ম্ম - গ্রাম বাঙলার গাজন উৎসব। আদি শিব পুজো)**


**In the Court of the District Delegate, Paschim Medinipur**
**Probate Case No. 16/2025**
**Biswajit Pal .... Petitioner**
**=VS=**
**General Public ... Opposite Party**

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সবর্ব সাধারনকে জানানো যায় যে, অত্রস্থ মেদিনীপুর থানার অন্তর্গত অশোকনগর সাকিন স্থিত পোঃ ও থানা- মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসী **সুরজিৎ পাল** মহাশয় তাহার নামিত বাড় পাথর ক্যান্টনমেন্ট মৌজার নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বাবদ একটি উইল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন গত ইং ১০.০৪.২০২০ তারিখ। উক্ত উইলের প্রবেট গ্রহন জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

**উইল ভুক্ত সম্পত্তির বিবরন**

District- Paschim Medinipur, P.S.- Midnapore (Kotwali), Mouza- Barh Pathar Cantonment, J.L No- 168, Hal Khatian No- 1371, Plot No- 66, area- 0.0134 acre.

আদেশানুসারে
**বরুন কুমার সাঁতরা (সেরেস্তাদার)**
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সবর্ণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

**অবসর,**
**ডি. বালা,** চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

**সবিতা কমিউনিকেশন,**
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার,** ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
**সুরজিৎ মাইতি,** পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

**শ্যাম কমিউনিকেশন,**
**দেবব্রত পাঁজা,** দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

**মানসী অ্যাড এজেন্সি,**
**শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।


# কসবা কেন্দ্রে ভোটকর্মী নিয়োগে বিতর্ক, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ভোটের মুখে কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শনিবার অভিযোগ তোলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন সচেতনভাবেই নিয়ম ভেঙে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী দায়িত্বে বসাচ্ছে। তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট এক নির্দেশিকায় এমন কিছু কর্মীর নাম রয়েছে, যাঁরা স্থায়ী সরকারি কর্মী নন, অথচ তাঁদের সেক্টর সংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি পরিকল্পিতভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা,মন্তব্য তাঁর। আরও অভিযোগ, আগে যাঁদের 'সেক্টর অফিসার' বলা হয়েছিল, আপত্তির মুখে তাঁদের পদবি বদলে 'সহকারী' করা হয়েছে, কিন্তু কাজ একই রাখা হয়েছে।

নির্বাচন বিধি অনুযায়ী এ ধরনের দায়িত্বে স্থায়ী কর্মী নিয়োগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অস্থায়ী কর্মীদের উপর এই দায়িত্ব চাপানো মানে ভোট ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেওয়া। তাঁর অভিযোগ, এঁরা প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন। ঘটনাকে ঘিরে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন বিরোধী শিবির।

*মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডের সমর্থনে অভিনেত্রী ও সাংসদ কোয়েল মল্লিকের প্রচার।* *ছবি: অদিতি সাহা*

# তামিলনাড়ু বিধানসভা ভোটের পর্যবেক্ষকদের শীঘ্রই দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার সুপ্রতিম সরকার সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রাক্তন পুলিশ সুপারকে তামিলনাড়ুর আসন্ন বিধানসভা ভোটে পর্যবেক্ষক হিসাবে পাঠানো হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আইপিএস সুপ্রতীম সরকারকে তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলায় পুলিশ অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর অধীনে এই পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী আইনশৃঙ্খলা তদারকির দায়িত্ব থাকবে। ধৃতিমান সরকারকে কৃষ্ণগিরি জেলার একাধিক আসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভাস্কর মুখোপাধ্যায়কে ময়িলাদুথুরাই জেলায় এবং অলোক রাজোরিয়াকে নাগাপট্টিনম জেলায় নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া রশিদ মুনির খানকে শিবগঙ্গা জেলায় অবজার্ভার হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আগামী দু-একদিনের মধ্যেই তাঁদের সেখানে পৌঁছে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৩ এপ্রিল তামিলনাড়ুর ২৩৪ আসনে একদফায় ভোট হবে।

উল্লেখ্য, কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে সুপ্রতিম সরকারকে তামিলনাড়ুর পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসাবে পাঠানোর কথা ঘোষণা করার পর তিনি শারীরিক কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে কমিশনকে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু কমিশন সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসন ও পুলিশ স্তরে ব্যাপক রদবদল করেছে নির্বাচন কমিশন। বাংলার একাধিক আইপিএস আধিকারিককে ভিনরাজ্যে পাঠানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একাধিকবার। শুক্রবার ফের তামিলনাড়ুর পুলিশ পর্যবেক্ষকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাতে সুপ্রতীম সরকার-সহ বাংলার একাধিক আধিকারিকের নাম রয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ভোটের অন্তত দু'সপ্তাহ আগে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকদের নিজ নিজ এলাকায় পৌঁছে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

# প্রযুক্তির নজরে ভোট, প্রতিটি বুথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কমিশনের

**দেবাশিস দে ● কলকাতা**

বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোট প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে নজরদারি জোরদার করতে একাধিক আধুনিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে বলে জানালেন পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত। প্রতিটি জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে অত্যাধুনিক নিয়ন্ত্রণকক্ষ। সেখানে বসানো হয়েছে বড় আকারের পর্দা; মোট নব্বইটি মনিটরে একসঙ্গে ছয়টি করে বুথের ভিতর ও বাইরের সরাসরি চিত্র দেখা যাবে। ফলে একযোগে বিপুল সংখ্যক বুথের উপর নজর রাখা সম্ভব হবে। এই ব্যবস্থাকে কার্যকর রাখতে প্রতিটি নিয়ন্ত্রণকক্ষে নিযুক্ত রয়েছেন দশ থেকে পনেরো জন করে সুদ পর্যবেক্ষক। তাঁরা পালাক্রমে দিনরাত নজর রাখবেন। নির্দিষ্ট মনিটরের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও ঘটনাই চোখ এড়িয়ে না যায়। পর্যবেক্ষকের কথায়, কোনও সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়লেই নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বুথে কর্মী, পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তাৎক্ষণিক নির্দেশ পাঠানো হবে। জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে তৎপর বিশেষ দলও। অভিযোগ জানানোর সুবিধার্থে রাখা হচ্ছে একাধিক দূরভাষ সংযোগ। সুব্রত গুপ্ত বলেন, প্রত্যেক ভোটারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটদানই আমাদের অঙ্গীকার। প্রযুক্তিনির্ভর এই কড়াকড়ি ব্যবস্থায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে বলেই মত প্রশাসনিক মহলের।

*দক্ষিণ পূর্ব রেলের নতুন মহাব্যবস্থাপক হলেন অনিল কুমার জৈন। ৯ এপ্রিল দায়িত্ব নেন তিনি। এর আগে জয়পুরে দায়িত্বে ছিলেন। প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক অবসর নেওয়ার পর অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব সামলানো হয়। দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা তাঁর মূল সম্পদ বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।*

**মানিকতলায় আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে সরব তাপস রায়:** নির্বাচনের মুখে মানিকতলা কেন্দ্রকে ঘিরে উত্তেজনা বাড়ছে। আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে শাসক শিবিরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। তাঁর অভিযোগ, এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে ব্যর্থ। তাপস রায়ের কথায়, মানিকতলার স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আজ প্রশ্নের মুখে। প্রশাসনের ভূমিকাও তুলে ধরে তাঁর দাবি, অপরাধীদের আড়াল করাই যেন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একইসঙ্গে ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে পরিবর্তন প্রয়োজন। এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে তরজা শুরু হয়েছে।

# শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে ১লা বৈশাখ ও অক্ষয় তৃতীয়ার অফার

**কলকাতা ১২ এপ্রিল:** থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে উদযাপিত হচ্ছে ১লা বৈশাখ ও অক্ষয় তৃতীয়া অফার। পৌরাণিক মতে অক্ষয় তৃতীয়া দিনটিকে অত্যন্ত শুভ দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই দিনটি পালিত হয়। অক্ষয় তৃতীয়ায় দেবী লদীর পুজোরও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাই এই দিনে সোনা, রুপো বা কোনও মূল্যবান গয়না কেনাও শুভ বলেই ধরা হয়। তাই এবারও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে অক্ষয় তৃতীয়া উদযাপন হচ্ছে। অনেক আকর্ষণীয় উপহারের ডালি সাজিয়ে রাখছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। এছাড়া সোনায় সোহাগা (সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটার জন্য স্পেশ্যাল ডিসকাউন্ট স্কিম) ও পুরনো সোনার গয়না দিয়ে নতুন গয়না কেনার সুযোগও থাকছে। শনিবার এক স্পেশ্যাল প্রিভিউয়ের মাধ্যমে অক্ষয় তৃতীয়ার গয়না সবার সামনে উন্মোচন করেন সংস্থার ডিরেক্টর অর্পিতা ও রূপক সাহা ।

# ভোটাধিকার মৌলিক অধিকার নয়, স্পষ্ট বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের আবহে ভোটাধিকার ও প্রার্থী হওয়ার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান জানাল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সাম্প্রতিক এক মামলার শুনানিতে আদালত পরিষ্কার করে দিয়েছে; ভোট দেওয়া কিংবা নির্বাচনে দাঁড়ানো, কোনওটাই নাগরিকের মৌলিক অধিকার নয়; বরং আইন দ্বারা নির্ধারিত অধিকার। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ** গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। আদালতের মতে, এই অধিকার প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর উপর।

প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আদালত আরও কড়াকড়ি অবস্থান নেয়। তাদের বক্তব্য, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত আরোপ করা রাষ্ট্রের এখতিয়ার। অর্থাৎ, কে ভোটে দাঁড়াতে পারবেন আর কে পারবেন না; তা নির্ধারণের ক্ষমতা আইন প্রণেতাদের হাতেই থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি পুরনো নজিরও টেনে আনে আদালত। আগের এক গুরুত্বপূর্ণ মামলার উল্লেখ করে জানানো হয়, নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি ক্ষেত্র। আদালতের ভাষায়, নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ সাধারণ দেওয়ানি মামলা নয়, এটি একটি বিশেষ আইনি প্রক্রিয়া। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ব্যাখ্যা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে ভোটার তালিকা, যোগ্যতা এবং প্রার্থী বাছাই নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তার প্রেক্ষিতে এই পর্যবেক্ষণ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সব মিলিয়ে, আদালতের এই অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়; গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের অধিকার থাকলেও তার প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে আইননির্ভর, মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে নয়।

# ব্যারাকপুরে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে হামলার অভিযোগ
## বড় ধরনের ঘটনা ঘটলে তার দায় পুলিশের: অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** নির্বাচনী প্রচারকে ঘিরে শনিবার সন্ধেয় উত্তপ্ত হয়ে টিটাগড় পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনগড় এলাকা। জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৌস্তুভ বাগচী টিটাগড় পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনগড়ে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রচার করেছিলেন। অপরদিকে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার করছিলেন ব্যারাকপুরের তৃনমূল প্রার্থী রাজ চক্রবর্তী। অভিযোগ, প্রচার চলাকালীন একদল তৃণমূল সমর্থক আচমকা বিজেপির প্রচার মিছিলে হামলা চালায়। এছাড়াও বিজেপি প্রার্থীর উদ্দেশ্যে তাঁরা জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকে। পাল্টা জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন বিজেপি কর্মীরাও। এরপরেই উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি প্রার্থী কৌস্তুভ বাগচীর নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকেরা পি কে বিশ্বাস মোড় সংলগ্ন বি টি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে খড়দহ ও টিটাগড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী কৌস্তুভ বাগচীর অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলর শমা পারভিনের নেতৃত্বে বহিরাগতরা তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে। এদিকে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, যাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। কিন্তু গ্রেপ্তার না করলে, বড় ধরনের ঘটনা ঘটলে তার দায় পুলিশ কমিশনারেটের ওপর বর্তাবে।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

# একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৬ দুষ্কৃতীদের গুলিতে হত বিএসএফ জওয়ান

অভিনব প্রচারে ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী শ্যামলী সর্দার ৬

কলকাতা ১২ এপ্রিল ২০২৬ ২৮ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৩০০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.04.2026, Vol.19, Issue No. 300, 8 Pages, Price 3.00

# ‘৫ বছর মোদীকে দিয়ে দেখুন’

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা:** আর মাত্র কয়েকদিন পরেই বাংলায় প্রথম দফায় নির্বাচন। তাই কোনওরকম ভাবে সময় নষ্ট করতে চাইছে না কোনও দল। চলছে জোর কদমে ভোটের প্রচার। বিজেপির হয়ে ভোটের প্রচার করতে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ অনেক নেতা নেত্রীকে। তাই বঙ্গে যতই এগিয়ে আসছে ভোটের দিন, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। সেই মত শনিবার ফের বাংলায় ভোটের প্রচারে নামেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন পূর্ব বর্ধমানে সভা থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি নিয়ে ফের একবার সরব হলেন মোদী।

শনিবার পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে জনসভা থেকে তিনি বলেছেন, ‘আপনাদের ছ’টি গ্যারান্টি দিয়েছিলাম। সেগুলি পূরণের সময় এসেছে। তৃণমূলের নির্মম সরকারের ভয়ের রাজকে সরিয়ে ভরসায় বদলে দেবে আমার গ্যারান্টি।’ সঙ্গে বলেছেন, ‘দুর্নীতি নিয়ে বিজেপি শ্বেতপত্র জারি করবে। যাতে তৃণমূলের সব সিন্ডিকেট, সব দুর্নীতিগ্রস্তদের হিসাব করা যায়। ১৫ বছরের হিসাব হবে। সব কাজের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।’

তৃণমূল ভয় পেয়ে গিয়েছে বলেও দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া তিনি অভিযোগ করছেন, ‘একের পর এক মিথ্যা কথা বলছে তৃণমূল। তৃণমূল বলছে বিজেপি ক্ষমতায় এলে নাকি সব প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে তা নয়। আসলে বিজেপি ওদের দুর্নীতির দোকান বন্ধ করবে। লুট বন্ধ করবে।’ আয়ুষ্মান ভারত যোজনাতেও বাধা দিয়েছে তৃণমূল। ৪ মে-র পর বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিলে প্রথমেই কেন্দ্রের এই প্রকল্প চালু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পাশাপশি মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘মতুয়া, নমঃশূদ্র, সব শরণার্থী পরিবার তৃণমূলের দয়ায় নেই। দেশের সংবিধান আপনাদের সুরক্ষিত করেছে। সিএএ করা হয়েছে, যাতে মতুয়া-সহ শরণার্থীরা সুরক্ষা পান’। সিএএ-র মাধ্যমে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ আরও দ্রুত করা হবে। অনুপ্রবেশকারীদের যারা সাহায্য করেছেন তাঁদের হিসেব নেওয়া হবে।’

কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়েও তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন তিনি। মোদী বলেন, ‘পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের অধীনে শিল্পীদের কেন্দ্রীয় সরকার প্রশিক্ষণ দেয়। অসমে এক লক্ষ মানুষ এই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বিহারেও পেয়েছেন। প্রত্যেকে ১৫ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্যও পেয়েছেন। তৃণমূল এই প্রকল্প এখানে আনতে দেয়নি। অনেক বড় ক্ষতি করে দিয়েছে আপনাদের। ’

অন্যদিকে, জঙ্গিপুরের জনসভা থেকে তৃণমূলের নাম না নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ওরা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করবে। এআইয়ের মাধ্যমে তৈরি করা ফেক ভিডিও ছড়াবে। কেউ যেন মিথ্যার শিকার না হয়। সাবধানে চলতে হবে।’ উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর মুখে এআই ভিডিও প্রসঙ্গ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে অনেকেই হুমায়ুন কবীরের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন।

এদিন জঙ্গিপুরের জনসভার বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, ‘এই গরমে আপনাদের উৎসাহ আর জনসুদ্র দেখে মনে হচ্ছে বিকাশের তাজা হাওয়া এবার বাংলা এসে পড়েছে। বাংলা বিজেপির সঙ্গে চলার ফয়সালা নিয়ে ফেলেছে। চারদিকে একটাই আওয়াজ উঠছে, এবার পালটানো দরকার।’

এদিন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডিতে নির্বাচনী জনসভা থেকে একদিকে যেমন তিনি ‘ভয় মুক্ত বাংলা’ গড়ার ডাক দিলেন মোদী, অন্যদিকে বাঙালির ফুটবল আবেগ এবং সাম্প্রতিক প্রশাসনিক বিতর্কগুলোকেও রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলেন।

মোদী বলেন, ‘বাংলা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমূল পরিবর্তনের।’ নাম বা করে তৃণমূল সুপ্রিমোকে নিশানা করে বলেন, ‘খুব খেলা খেলেছো। যারা জনতার হকে ভাগ বসিয়েছে, এবার তারা জেলের দরজায় যাবে।’ তৃণমূল সরকারকে ভ্রষ্টাচারের সরকার বলে অভিযোগ তুলে বলেন, ‘মা-মাটি-মানুষের কথা শুনে বাংলার মানুষ ওদের সুযোগ দিয়েছিল। পরে দেখল তৃণমূল কংগ্রেস বাম সরকারের কার্বন কপি। বামেদের সিন্ডিকেট তৃণমূলের হাতে। বামেরা যেমন ভোটারদের হুমকি দিত তৃণমূলও তাই। মানুষকে ভয় দেখিয়ে আবার সরকারে আসার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু ওরা জানেনা, এই বাংলা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বাংলা। আজাদির লড়াই সাক্ষী আছে, বাংলা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তাই করে দেখায়। বাংলার মানুষ এখন লেফটের থেকে তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছে। বিজেপির উপর ভরসা করছে। সন্দেশখালি, আরজি করের ঘটনায় নির্মম সরকার ধর্ষণকারীদের বাঁচাতে চায়। অনুপ্রবেশকারীদের সরকার বানাতে চায়। সেই ভয়ের অন্ত হয়েছে। বিশ্বাসের উদয় হয়েছে। বাংলায় মহা বিজয় আসছে।’

সবশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে বার করা হবে। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গকে আবার বৈভবশালী রাজ্য করবে। তাই আমাদের প্রার্থীদের এখানে হাজির করেছি। বামেদের ৩৫ বছর দিয়েছেন, তৃণমূলকে ১৫, ৫ বছর মোদীকে দিয়ে দেখুন।’

# বিজেপিকে শূন্য করে দেওয়ার ডাক মমতার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** ‘যতই করো হামলা তৃণমূল জিতবে বাংলা। এবার বিজেপিকে শূন্য করে দেওয়ার পালা। আপনারা জোট বাঁধুন তৈরি হন বিজেপিকে বিদায় দিতেই হবে নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ’

শনিবার দুপুরে ঝাড়গ্রামের জামদা সার্কাস ময়দানে গোপীবল্লভপুর নয়াগ্রাম ঝাড়গ্রাম ও বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চারজন তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে বক্তব্য রাখার সময় এভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, ‘এনআরসি করার নামে বিজেপি সবাইকে জেলে পোরার কথা বলছে। কিন্তু জেনে রাখুন আমি থাকতে কাউকে জেলে যেতে দেবো না। সবাই ভালো থাকুন এটা আপনাদের অধিকার। ভালো থাকতে হলে সকাল-সকাল ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন।’

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভোট আসলেই বাংলার কথা তাদের মনে পড়ে। ১২ বছর ক্ষমতায় রয়েছে অথচ তারা মহিলাদের সম্মানের কথা বলে না। আমাদের এখানে ৩৭ শতাংশ মহিলা এমএলএ, এমপি রয়েছে। পঞ্চায়েত এবং পুরসভাতে পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি কাজ করছে। আর বিজেপি বলে বেড়াচ্ছে আমাদের এখানে নাকি মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়। এসবই বিজেপির বানানো গল্প। তাহলে বিলকিস ও দিল্লির ঘটনা কি করে হয়?’ এই প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, ‘আসলে বিজেপির কোনও ক্ষমতাই নেই, শুধু মিথ্যা কথা বলে। নির্বাচনের আগে তারা শুধু টাকা দেয়। কেউটে সাপকে বিশ্বাস করবেন, কিন্তু আপনারা বিজেপির কথা বিশ্বাস করবেন না। আপনারা মনে রাখবেন ওরা ঝাড়খণ্ড থেকে ভোট দেওয়ার জন্য লোক খোকাবে। আটকাতে হবে তাদের। আমাদের অফিসারদের বিভিন্ন জায়গায় চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে টাকা খোকানোর বিষয়টি আমাদেরই দেখতে হবে। কেননা ওরা নির্বাচনে অশান্তি করার চেষ্টা করবে।’

বিজেপির নাম না করে মমতা বলেন, ‘এসআইআর-এর নামে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হয়রান করা হয়েছে। আড়াইশো লোক মারা গিয়েছে। তার মধ্যে ইআরও রয়েছেন। কিন্তু বিজেপির লোকজন তাদের কোনও খোঁজ খবর নেয়নি। এসআইআর-এর নামে ৯০ লক্ষ লোকের নম্বর দিয়েছে। যারা বিজেপিকে ভোট দেবেন তারা জেনে রাখুন বিজেপি বাংলা বিরোধী ও বহিরাগত। ওদের ঘরে খুকতে দেওয়া উচিত না। ওদের বিশ্বাস করবেন না।’

ওরা মাছ -মাংস-ডিম খাওয়া বন্ধ করে দেবে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মাছ-মাংস-ডিম খেতে দেওয়া হয় না বলে ভয়ঙ্কর অভিযোগ করেন মমতা। তিনি বলেন, আমরা কাউকে বলি না যে, তোমরা ছাতু খাবে না। নিরামিষ খাবেনা। যার যা ইচ্ছা সে তাই খাবে। মমতার কটাক্ষ, ‘ধর্মের নামে মিথ্যা কথা বলা বিজেপির শিক্ষা। ওটা আমাদের পথ নয় আমাদের পথ সবাইকে নিয়ে চলা।’

বক্তব্যের মাঝখানে দলীয় নেতাকর্মীদের সতর্ক করে নেত্রী বলেন, যেখানে পুনরায় ভোট নেওয়া হবে সেখানে পুরনো মেশিন খারাপ করে দেওয়ার চেষ্টা হবে। আপনারা বলবেন, নতুন মেশিন নিয়ে আসুন। নইলে চিপ লাগিয়ে সব ভোট বিজেপিতে পাঠিয়ে দেবে। এছাড়াও, প্রতিটি মেশিন পরীক্ষা করিয়ে নিতে পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচটা করে ভোট দিতে হবে। এরপর দেখতে হবে ভোট ঠিক জায়গায় পড়ছে কিনা। আর শেষ পর্যন্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে থাকতে হবে। স্লো ভোটিংয়ের মতো স্লো কাউন্টিং করার চেষ্টা করা হবে। এটা ওদের পরিকল্পনা। প্রথমে ওরা বিজেপির জেতা এরিয়া গুলো দেখাতে থাকবে। আমাদের গুলো দেখাবে না। এরকম করতে করতে রাত করে দেবে। তারপর কেন্দ্রীয় বাহিনী ভয় দেখাতে থাকবে যাতে আমাদের লোক পালিয়ে যায়। এছাড়াও আলো নিভিয়ে দিলে মেশিন আটকে বসে থাকবে। দেখবেন, কোনও মতে যাতে দখল করতে না পারে।’

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রসঙ্গে মমতা বলেন, এসব আমাদেরই করতে হয়। কেন্দ্র এক পয়সাও দেয় না। তারা ১০০ দিনের কাজের, গ্রামীণ আবাস যোজনার গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের ও জল সরবরাহের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, এখানে বিজেপি জোর করে বিভিন্ন জায়গায় তাদের প্রতীক লাগাচ্ছে। আদিবাসী, লোধা, শবররা প্রতিবাদ করেছিল বলে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সারি ও সারনা ধর্মের স্বীকৃতির জন্য আমরা অনেকবার কাগজপত্র দিল্লিতে পাঠিয়েছি ওরা সেটা হতে দেয়নি। আগামী বার দিল্লি থেকে বিজেপি বিদায় নেবে তারপর আমরা সারি ও সারনা ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়ে দেব।

# ‘আপনাদের সময় শেষ’, তৃণমূলকে বার্তা শাহের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রুহিদাস মাহাতোর সমর্থনে কুশলডি ক্রিকেট ময়দানে জনসভা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করার পাশাপাশি একাধিক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন।

সভা থেকে অমিত শাহ ঘোষণা করেন, বিজেপি সরকার গঠিত হলে কুড়মালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপসিলে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই ঘোষণাকে ঘিরে সভাস্থলে উপস্থিত কুড়মি সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

অমিত শাহ বলেন, ‘মমতা দিদি ১৫ বছর ধরে নিজের ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করার রাস্তা প্রশস্ত করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। ভাইপো কোনও দিন মুখ্যমন্ত্রী হবে না, আপনাদের সময় শেষ।’ তিনি আরও দাবি করেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে এবং বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণ সম্ভব নয়।

নির্বাচনী ঘোষণাপত্রের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ‘ডিটেক্ট, ডিলিট ও ডিপোর্ট’ নীতি গ্রহণ করা হবে এবং অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি অভিন্ন দেওয়ানবিধি চালু এবং সরকারি কর্মীদের ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশনের সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

মহিলাদের সুরক্ষা, কর্মসংস্থান, কৃষক সহায়তা, বেকার ভাতা, কাটমানি বন্ধ, সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার-সহ একাধিক বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন অমিত শাহ। বিজেপি কর্মীদের খুনের অভিযোগ তুলে অমিত শাহ বলেন, ‘বিজেপির ৩০০ কর্মীকে খুন করা হয়েছে। ওরা ভাবছে এ ভাবেই ভোট জিতে নেবে। আমি বলে যাচ্ছি, এ বারের ভোটে মমতার গুন্ডাদের ভয় পাওয়ার কোনও দরকার নেই। নির্বাচন কমিশন সঠিক ভাবে ভোটের সব ব্যবস্থা করেছে। যারা রিগিং করে, তাদের আমি বলে যাচ্ছি, ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করলে বিজেপি সরকার গঠনের পর তারা কেউ ছাড় পাবে না।’

এছাড়া তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন এসআইআর করছে। অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে। আর মমতা দিদির সমস্যা শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা তো সবে শুরু হয়েছে। এখন ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সরকার গড়ুন, আমরা ওদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়াব। মমতা দিদির গুন্ডারা অনুপ্রবেশকারীদের এতটাই তোষণ করে যে কোথাও কোথাও সরস্বতী পুজোও আটকানোর চেষ্টা হয়েছে। আমি বলে যাচ্ছি, মমতার সব গুন্ডারা কান খুলে শুনে নিক, ৫ তারিখের পর বিজেপির সরকার আসবে। রামনবমী হোক বা সরস্বতী পুজো, যেই সমস্যা তৈরি করবে, তারা রেহাই পাবে না।’

মহিলাদের সুরক্ষা প্রসঙ্গে তৃণমূলকে নিশানা করে অমিত শাহ বলেন, ‘এখানে মহিলারা আতঙ্কিত। সন্দেশখালিতে তৃণমূলের অনুপ্রবেশকারী নেতা আমাদের মা-বোনেদের বছরের পর বছর ধরে শোষণ করে গিয়েছে।

# আবার একঝাঁক আইপিএস বদল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ১২ দিন। এর মধ্যে ফের একবার কলকাতা পুলিশে একঝাঁক বদল। শুধু কলকাতা পুলিশ নয়, রাজ্য পুলিশেরও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের একাংশকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। একসঙ্গে কলকাতা পুলিশের তিন যুগ্ম কমিশনারকে বদল করা হয়েছে। এ ছাড়াও, বেশ কয়েক জন ডিসিপি-কেও বদল করে দিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি, বেশ কয়েকটি থানার আইসি, ওসি, অতিরিক্ত ওসি পদেও বদল করা হল।

নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে আমলা এবং আইপিএস পদে বদল করছে কমিশন। ভোট ঘোষণার দিন মধ্যরাত থেকে শুরু হয়েছিল। রাজ্যের বেশ কয়েক জন আমলা এবং পুলিশ আধিকারিককে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করেছিল কমিশন। এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার-সহ অনেক আধিকারিককে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বদল করা হয়েছে একাধিক জেলার জেলাশাসককেও। সেই সমস্ত পদে নতুন আধিকারিকও নিয়োগ করে দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, কমিশন স্পষ্ট জানায়, যাঁদের অপসারণ করা হচ্ছে, তাঁদের এ রাজ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজে আপাতত আর নিয়োগ করা যাবে না।

কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) পদে অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন রূপেশ কুমার। এ বার ওই পদে আনা হয়েছে সোমা দাস মিত্রকে।

# নাকতলায় ফের তল্লাশি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভোটের আবহে ফের চাঞ্চল্য দক্ষিণ কলকাতায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি-র নাকতলার বাসভবনে হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । শনিবার সকালে বিপুল বাহিনী নিয়ে পৌঁছে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্তকারীরা।

সূত্রের দাবি, ‘কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি ও আর্থিক লেনদেন নিয়ে নতুন তথ্য মিলেছে, সেই সূত্র ধরেই এই তল্লাশি।’ বাড়িতে উপস্থিত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সরাসরি ভিতরে খুকে প্রাক্তন মন্ত্রীকে প্রশ্নের মুখে ফেলেন আধিকারিকরা। দীর্ঘ সময় ধরে জেরা চলে বলেও জানা গিয়েছে। একই সঙ্গে নিউটাউনে কথিত এক মধ্যস্থতাকারীর বাসভবন ও দপ্তরেও পৃথক অভিযান চালানো হচ্ছে। তদন্তকারী মহলের বক্তব্য, ‘দুর্নীতির অর্থ কীভাবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

# বিরল ফ্রেম সৌজন্যের

**নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল:** শনিবার বিরল দৃশ্যই দেখা গেল সংসদ চত্বরে। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে দেখে গাড়ি থামিয়ে নেমে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাতজোর করে সৌজন্য দেখালেন একে অপরকে। বেশ কিছুক্ষণ খোশমেজাজে গল্পও করতে দেখা গেল তাঁদের। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার সেই ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

রাজনৈতিক লড়াইয়ে একে অপরকে এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়েন না দুই প্রতিপক্ষ। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার একফ্রেমে হাসিমুখে ছবিও বড় একটা দেখেনি দেশ। এবার সেই ছবিই দেখল গোটা দেশ।

সমাজসংস্কারক মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে শনিবার সকালে সংসদ চত্বরের ‘প্রেরণা স্থল’-এ এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। একই উদ্দেশে সেখানে হাজির হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। রাহুলকে দেখেই গাড়ি থামান প্রধানমন্ত্রী। এগিয়ে যান তাঁর দিকে। রাহুলের পাশাপাশি সেখানে ছিলেন জেপি নাড্ডা ও ওম বিড়লারা। হাতজোড় করে একে অপরকে সম্মান জানান দুই নেতা। সূত্রের খবর, এই সাক্ষাৎ, নিছকই সৌজন্য সাক্ষাৎ সৌজন্যমূলক কথা বার্তা হয় তাঁদের মধ্যে একে অপরের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন দুই নেতা। এরপর যে যার মতো কর্মসূচিতে এগিয়ে যান। তবে ভারত জুড়ে রাজনৈতিক হিংসা ও অসৌজন্যের আবহে ক্যামেরাবন্দি হয় এই ব্যতিক্রমী ছবি।

# ‘ইরান সাহায্য করুক বা না করুক, শীঘ্র খুলবে হরমুজ’

## দাবি ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ১১ এপ্রিল:** ইরান সাহায্য করুক বা না করুক, শীঘ্রই খুলে যাবে হরমুজ প্রণালী। শুক্রবার (আমেরিকার সময়ে) সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তিনি এ-ও জানিয়েছেন, কাজটা ‘খুব সহজ নয়’। পাকিস্তানে শান্তিবৈঠকে যোগ দিতে শুক্রবার রাতেই পৌঁছে গিয়েছে ইরানের প্রতিনিধিদল। তারা কিছু পূর্বশর্তও মনে করিয়ে দিয়েছে। সেই আবহে ট্রাম্প জানিয়ে দেন, হরমুজ খুলবে শীঘ্রই।

নিউ ইয়র্ক পোস্ট-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প তেহরানকে হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রস্তুতি শুরু করেছি। আমরা জাহাজগুলিতে সবচেয়ে শক্তিশালী গোলাবারুদ, এখনও পর্যন্ত তৈরি হওয়া সেরা অস্ত্র বসাচ্ছি। এমনকি আগের বার যা করেছিলাম, তার চেয়েও ভাল। যদি চুক্তি না হয়, এ বার আমরা তাদের ধ্বংস করে দেব।’ শনিবার নিজের সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ইরান কোনও সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। তারা শুধু আন্তর্জাতিক জলপথের মাধ্যমে বিশ্বে তোলাবাজি করতে পারে। কেন তা হবে?’

শুক্রবার মেরিল্যান্ডে এয়ার ফোর্স ওয়ান বিমানে চাপার আগে সাংবাদিকদের ট্রাম্প জানান, হরমুজ শীঘ্রই খোলা হবে। ইরান সাহায্য না করলেও সেই কাজ করা হবে। তাঁর আরও দাবি, এই কাজে ‘সাহায্য’ করবে অন্য দেশও। তাঁর কথায়, ‘কাজটা সহজ নয়। আমি বলব, খুব শীঘ্রই ওই পথ খুলব।’ তবে সেই কাজ তিনি কী ভাবে করবেন, তা নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

তেহরান ইঙ্গিত দিয়েছে, আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে ইতি টানা নিয়ে সমঝোতা হলেও হরমুজ পারাপারের জন্য জাহাজগুলির থেকে শুল্ক আদায় করতে পারে তারা। ট্রাম্প যদিও অনড়, শুল্ক ইরানকে নিতে দেবেন না। মেরিল্যান্ডে বিমান ধরার আগে তিনি বলেন, ‘ওরা তা করতে চাইলে আমরা করতে দেব না।’ তিনি এ-ও জানিয়েছেন, ইরানের হাতে যাতে পরমাণু অস্ত্র না থাকে, সেটাই নিশ্চিত করতে চায় আমেরিকা। আর তাতেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে তারা।

সম্পাদকীয়

## ভোটের দিন বুথ সামলাতে কমিশনের নয়া নির্দেশে শেষবেলায় বেকায়দায় শাসক!

এসআইআর পর্ব প্রায় শেষ। ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন প্রায় ২৭ লক্ষ বাদ পড়া ভোটার। তাঁদের ভাগ্য আপাতত ঝুলে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এত সংখ্যক ভোটার বাদ পড়ায় কেন্দ্র ধরে ধরে এখন নতুন করে অঙ্ক কষতে হচ্ছে রাজনীতির কারবারিদের। এই ঘটনায় কার কপাল পুড়ল, আর কার খুলল সেটা বোঝা এখনই সম্ভব নয়। সে যাই হোক, কাটাছেঁড়া চালু আছে। এর মধ্যেই কমিশনের নতুন নির্দেশিকা সামনে এসেছে। একে তো সব মিলিয়ে ৯১ লক্ষ ভোটার বাদ পড়ায় চাপে রয়েছে তৃণমূল, তার ওপর তাদের আরও চাপে ফেলে দিয়েছে কমিশনের ১৬ দফা নির্দেশিকা। যে তৃণমূল ক্যাডাররা মনে মনে স্টেজে মেরে দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল, তাঁদের জন্য বড় ধাক্কা কমিশনের এই নয়া নির্দেশিকা। বিএলওদের জন্য জারি করা এই নির্দেশে কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভোটগ্রহণের দিন বুথে বুথে বাড়তি দায়িত্ব পালন করবেন বিএলওরা। তারা কী কী করবেন তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে কমিশন। আর কমিশনের এই নির্দেশ শুনে শেষবেলায় আরও বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে তৃণমূল। কমিশনের জারি করা ১৬ দফা নির্দেশিকা অনুযায়ী এবার ভোটগ্রহণের দিন, লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের পরিচয় যাচাই করবেন বিএলওরা। বুথে বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ক্যামেরা কোথায় কোথায় বসবে, সেটাও তাদের তত্বাবধানে হবে। বোরখা পড়া মহিলাদের পরিচয়ও যাচাই করা হবে। যার জন্য প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পুরুষ বিএলওদের পাশাপাশি মহিলা বিএলওদেরও বাধ্যতামূলক ভাবে থাকতে হবে। এখন ভোটগ্রহণের দিন যদি ভোটকেন্দ্রে এই ভাবে কড়া নজরদারি চলে তাহলে কী হবে ভেবে চিন্তায় পড়ে গিয়েছে তৃণমূল নেতা, কর্মীরা। সেই সঙ্গে ভোটার স্লিপ নিয়েও কড়া কথা শুনিয়েছে কমিশন। বিলি না হওয়া ভোটার স্লিপ এবার ভোটগ্রহণের অন্তত ৫ দিন আগে রিটার্নিং অফিসারকে জমা দিতে হবে। ভোটার স্লিপ নিয়ে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না, বলেছে কমিশন। এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে ৪ মে কী হবে এখন ভেবে কাঁটা ঘাসফুল শিবির।

### শব্দছক ১২৮

রবি দাস

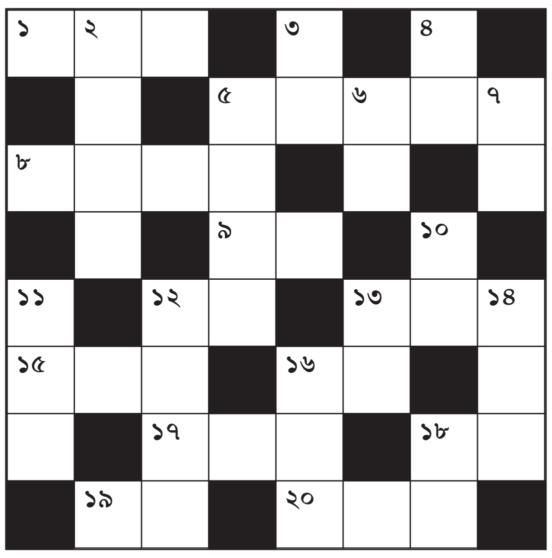

**পাশাপাশি:** ১. পা ৫. মনোগতভাব ৮. কল্পনার জগৎ ৯. ছাগল ১২. কেল্লা ১৩. মনের সায়বিহিন ১৫. তাৎক্ষণিক মুখে মুখে গান বেঁধে গানের লড়াই ১৬. কুঁড়ি ১৭. নয় ফোঁটা তাস ১৮. বাঁদর ১৯. গীত ২০. অত্যন্ত

**ওপর-নিচ:** ২. শরীরে রক্তের কম মাত্রা ৩. প্রান্ত ৪. চিৎকার করে ডাকা ৫. হামেশা ৬. সহায়-সম্বলহীন ৭. তামা ১০. মৃত্যুর অধিদেবতা ১১. শরীর ১২. গণেশঠাকুর ১৩. ভ্রমর ১৪. তবুও ১৬. ময়ূরপুচ্ছ ১৮. অল্প

**সমাধান ১২৭ — পাশাপাশি:** ২. সূচীছিদ্র ৫. মারীচ ৭. গত ৮. পতি ৯. কালবিলম্ব ১১. ছানা ১২. বাদ ১৩. সুদ ১৪. দাদ ১৬. বন্দনাপ্রিয়া ১৮. সাপ ১৯. দর ২০. কাজল ২১. ছাঙ্গুলেক

**ওপর-নিচ:** ১. সমাপন ২. সূচ ৩. ছিনাল ৪. নিতম্ব ৬. রীতি ৭. গলদ ৯. কানা ১০. বিবাদ ১১. ছাদনা ১৩. সুন্দর ১৪. দায় ১৫. উপলক্ষ্য ১৬. বদল ১৭. প্রিয়ঙ্গু ১৮. সাজ ২০. কাক

### আজকের দিন

- **১৯৬১** — সোভিয়েত মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন ভস্তক ১ মহাকাশযানে করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন।
- **১৯৮১** — নাসা কলম্বিয়াকে তার প্রথম ফ্লাইটে উৎক্ষেপণ করে।
- **১৯৮৩** — হ্যারল্ড ওয়াশিংটন শহরটির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নির্বাচিত হন।

### জন্মদিন

সুমিত্রা মহাজন

**১৯১৭** *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভিনু মানকড়ের জন্মদিন।*
**১৯৩৫** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ লালজি ট্যান্ডনের জন্মদিন।*
**১৯৪৩** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুমিত্রা মহাজনের জন্মদিন।*

# এ রাজ্যের আলু চাষি ও তাঁদের আগামী ভবিষ্যৎ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা- বাঙালির খাদ্য তালিকায় নিত্য প্রয়োজনীয় একটি ফলনের নাম আলু। বর্তমান বছর অর্থাৎ ২০২৫-২০২৬ এর মরশুমে পশ্চিমবঙ্গে আলুর ব্যাপক ফলন সম্ভব হয়েছে, বর্তমান বছরের অনুকূল আবহাওয়ার কারণে। মাত্র কয়েক বছর আগেই পশ্চিমবঙ্গে আলুর আকাল দেখা গিয়েছিল। কেজি প্রতি আলু ৩৫ থেকে ৪০ টাকায়, কিনতে বাধ্য হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ। এই বছরে প্রায় ১৪০-১৫০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন সম্ভব হয়েছে প্রধানত অনুকূল আবহাওয়া এবং আলু চাষিদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। আনুমানিক ৫.১২ লক্ষ্য হেক্টরেরও বেশি চাষযোগ্য জমিতে বর্তমান বছরে আলুর ফলন গত প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বাধিক বলে মনে করা হচ্ছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান বছরের দীর্ঘস্থায়ী শীত এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণে, আলুর কন্দের আকার ভালো হয়েছে এবং এই আলুর ফলন প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আলু চাষের এই অতিরিক্ত ফলন সম্ভব হওয়ার কারণে মাঠে আলুর দাম অনেক কম। এর ফলে মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং অন্যান্য জায়গার আলুচাষীরা তাদের নিজ নিজ জমিতে আলু চাষের খরচ তুলতে পারার বিষয় অনেকটাই অনিশ্চিত এবং আতঙ্কিত। মাঠে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্যাপক ফসল ফলানোর পরও পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষীদের তিনটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথমত কৃষি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বর্তমান বছরে আলুর এই অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে বাজারে আলুর দাম নেমে গেছে। এক্ষেত্রে আলু চাষীদের অভিযোগ এক বিঘা জমিতে আলু ফলাতে তাদের খরচ হয়েছে গড়ে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা, অথচ বর্তমানে আলু বিক্রি করে তারা পাচ্ছেন ১৫ থেকে ১৭ হাজার টাকা। অর্থাৎ বিঘা প্রতি তাদের লোকসান হচ্ছে ১৩ থেকে ১৫ হাজার টাকা। বর্তমান সময়ে তারা মাঠ থেকে জ্যোতি আলু বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছেন প্রতি কুইন্টাল ২৮০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা এবং পোখরাজ আলু বিক্রয় হচ্ছে কুইন্টাল প্রতি ৩৮০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা। মাঠে পড়ে রয়েছে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল কুইন্টাল কুইন্টাল আলু, ব্যবসায়ীদের মধ্যে আগ্রহ নেই আলু কেনার, আকাশে আশঙ্কার কালো মেঘ, মাঠের আলু না সরিয়ে নিলে ক্রমশই তার পচন শুরু হবে, স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক আলু চাষী এক প্রকার বাধ্য হচ্ছেন হাজার লোকসান সহ্য করেও মাঠেই অভাবী বিক্রয় করতে। দ্বিতীয়ত আলুর ফলন অপেক্ষা অপ্রতুল হিমঘর। যে হিমঘরগুলি রয়েছে, সেগুলির অর্ধেকেরও বেশি আলুতে ভর্তি হয়ে রয়েছে। ফলে মাঠ থেকে আলু তুলে হিমঘরে রাখার জন্য চাষীদের দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, তাও তারা অনিশ্চিত তাদের ফলানো ফসল আদৌ হিমঘরে ঠাঁই পাবে কিনা? এরই মধ্যে আরও একটি নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আলুর প্যাকেটের মূল্য বৃদ্ধি। মাত্র কয়েকদিন আগে আলুর একটি প্যাকেটের দাম ছিল ৮ থেকে ১০ টাকা, বর্তমানে সেই দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৩ টাকায়। এছাড়াও মাঠ থেকে আলু তুলে বস্তা বন্দি করতে শ্রমিকদের মজুরি দিতে হচ্ছে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, ফলে চাষের খরচের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন আনুষঙ্গিক ব্যয়। এই সব কিছু পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষিরা আজ দিশাহারা। প্রায় ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন আলুর ধারন ক্ষমতা থাকলেও, চাষীদের অভিযোগ হিমঘরের মালিকেরাও অসৎ পথের আশ্রয় নিচ্ছেন। তাই একপ্রকার অসহায়, দিশাহারা আলু চাষীদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গা আশঙ্কার মেঘ নিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হচ্ছে। তৃতীয়ত আলু চাষীদের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কুইন্টাল প্রতি ৯০০ টাকা আলুর সহায়ক মূল্য ধার্য করা হয়েছে, এছাড়াও হিমঘরের ৩০ শতাংশ জায়গা অপেক্ষাকৃত ছোট আলু চাষীদের জন্য বরাদ্দ রাখার নির্দেশ দেয়া হলেও, কবে এবং কোথায় সরকারের পক্ষ থেকে আলু ক্রয় করা হবে তা নিয়ে কোন প্রচার বা বিজ্ঞপ্তি না থাকায় এক প্রকার আতান্তরে পড়েছেন এ রাজ্যের আলু চাষিরা। তাদের বক্তব্য সরকারের পক্ষ থেকে আলু কেনা হবে এ কথা শুনেছি, কিন্তু কোথাও তার কোনরকম ব্যবস্থা দেখ তে পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্যের হিমঘর গুলির মাধ্যমে চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি আলু কেনার ঘোষণা সরকারের পক্ষ থেকে থাকলেও, হিমঘর গুলির মালিকদের বক্তব্য সরকারি নির্দেশিকার কিছু বিষয় নিয়ে তারা সরকারের সাথে সহমত নন। সরকারি গাইডলাইনের কিছু পরিবর্তন চেয়ে তারা আবেদন জানিয়েছেন এবং এই বিষয়ে আলোচনা চলছে। পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু জায়গা থেকে হিমঘরের মাধ্যমে আলু কেনার খবর পাওয়া গেলেও, সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতির সেভাবে পরিবর্তন হয়নি।

সার, বীজ, শ্রমমজুরি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার পরেও, মূলত অনুকূল আবহাওয়ায় সার্থক ফলনের উদ্দেশ্যে এ রাজ্যের আলু চাষীরা বর্তমান বছরেও অনেক আশা নিয়েই আলু চাষে ব্রতী হয়েছিলেন, প্রায় তিন মাস ধরে প্রতিদিন মাঠে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলানোর পর, তাদের আশা ছিল হয়তো এ বছরটা একটু অন্যরকম হবে। ফসল বিক্রি করে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেয়ে তাদের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নতি ঘটাতে পারবেন। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি তাদের কোন অবস্থায় দাঁড় করাবে এবং আগামী দিনে তাদের খাওয়ার জন্য ব্যতীত অতিরিক্ত আলু তারা আদৌ চাষ করবেন কিনা এ বিষয়ে নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধায় রয়েছেন এ রাজ্যের আলু চাষিরা। বহু ব্যয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অনেক আশায় ফলানো ফসল বর্তমানে তাদের কাছে অসহনীয় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র আগামী দিনই বলতে পারে এই নির্বাচনমুখী বাংলার আবহে আদৌ সদর্থক সরকারি সহায়তায় তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা?

**Format C-7**

**(for political parties to publish in the newspapers, social media platforms & website of the party)**

**Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for selection, as to why other individuals without criminal antecedents could not be selection as candidates. (As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition(C) no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011)**

**Name of Political Party: BHARATIYA JANTA PARTY**
***Name of the Election: WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026**
**Name of State/UT: WEST BENGAL**
**(1) Name of Constituency-196-Haripal Assembly Constituency**
**Name of the candidate - MADHUMITA GHOSH**

| Sl.no | | | |
|---|---|---|---|
| 1.A | Criminal antecedents | | |
| | a. | Nature of the offences | U/S 500/504/505(1)(B)/34 IPC |
| | b. | Case no. | HARIPAL P.S CASE NO. 35/2021 DT. 08/02/2021 |
| | c. | Name of the Court | IN THE COURT OF LD. ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE AT CHANDERNAGAR |
| | d. | Whether charges have been framed or not (Yes/No) | NO |
| | e. | Date of conviction, if any | N.A. |
| | f. | Details of punishments undergone, if any | N.A. |
| | g. | Any other information required to be given | N.A. |
| 1.B | | | |
| | a. | Nature of the offences | U/S 143/341/323/324/326/307/435/379/427 IPC |
| | b. | Case no. | HARIPAL P.S CASE NO. 147/2020 DT. 31/05/2020 |
| | c. | Name of the Court | IN THE COURT OF LD. ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE AT CHANDERNAGAR |
| | d. | Whether charges have been framed or not (Yes/No) | NO |
| | e. | Date of conviction, if any | N.A. |
| | f. | Details of punishments undergone, if any | N.A. |
| | g. | Any other information required to be given | N.A. |
| 1.C | | | |
| | a. | Nature of the offences | |
| | b. | Case no. | |
| | c. | Name of the Court | |
| | d. | Whether charges have been framed or not (Yes/No) | |
| | e. | Date of conviction, if any | |
| | f. | Details of punishments undergone, if any | |
| | g. | Any other information required to be given | |
| 1.D | The reasons for the selection of the candidate, Selection shall be with reference to qualifications, achievements and merit of the | | |

**2. Name of Constituency - 196-Haripal Assembly Constituency**
**Name of the candidate – MADHUMITA GHOSH**
**……………………………………………and so on**
***In the case of election to Council of States or States or election to Legislative Council by MLAS, mention the election concerned in place of name of Constituency.**

**Signature of office bearer of the Political Party**
**Name and designation**

# সাদামাটা জীবনেও ইংরেজবাজারের ৪ প্রার্থীর সম্পত্তির পরিমাণ কোটি টাকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে প্রধান দলের চার প্রার্থীর সাদামাটা জীবন-জীবিকা থাকলেও সস্ত্রীক এই চার প্রার্থীর সম্পত্তির পরিমাণ কোটি কোটি টাকা। নির্বাচনী মনোনয়নপত্রের হলফনামা থেকেই তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএমে এই চার প্রার্থীর সম্পত্তির বিষয়টি জানাজানি হতেই নানান ভাবে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও কংগ্রেস প্রার্থীর কোনও মামলা নেই। বাকি তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার কথাও উল্লেখ রয়েছে মনোনয়নপত্রের ফলকনামায়

মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামা থেকেই সম্পত্তি ও মামলা সংক্রান্ত তথ্য মিলেছে ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী আশিস কুণ্ডু, বিজেপির অম্লান ভাদুড়ি, সিপিএমের অম্বর মিত্র এবং কংগ্রেসের মাসুদ আলমের।

মনোনয়নের সঙ্গে পেশ করা হলফনামায় ইংরেজবাজারের তৃণমূল প্রার্থী আশিস কুণ্ডু জানিয়েছেন, তাঁর নিজস্ব অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। তাঁর স্ত্রী নিবেদিতা কুণ্ডুর ব্যবসা রয়েছে। ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর নিবেদিতার অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। আশিস এবং তাঁর স্ত্রীর কোনও ব্যক্তিগত গাড়ি নেই। তবে আশিসের নিজস্ব সোনা-সহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতু রয়েছে ২৫০ গ্রামের। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এবং নিজের কেনা পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক আশিসের স্থাবর সম্পত্তির মোট বর্তমান বাজার দর ২১ লক্ষ টাকা বলে হলফনামায় দাবি করেছেন তিনি। তাঁর স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ইংরেজবাজারের তৃণমূল প্রার্থীর নিজস্ব বাড়ি, কেনা গ্যারেজ, তাঁর স্ত্রীর মালদহ শহরে একটি এবং কলকাতার তপসিয়ায় একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। আশিসের নিজস্ব ঋণ রয়েছে প্রায় ২৭ হাজার টাকা। তাঁর স্ত্রীর ঋণের পরিমাণ ১ কোটি টাকার কিছু বেশি। আইনে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমার অধিকারী আশিসের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় ২০০৭ সালের একটি ফৌজদারি মামলা রয়েছে।

অন্যদিকে ইংরেজবাজার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অম্লান ভাদুড়ির মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। তাঁর স্ত্রী পায়েল কর্মকারের অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। হলফনামায় নিজের পেশা হিসাবে ব্যবসা এবং পরামর্শদাতার কাজ দেখিয়েছেন অম্লান। তাঁর স্ত্রীরও ব্যবসা রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। অম্লানের নিজস্ব সোনা রয়েছে মোট ১১৮ গ্রাম। তাঁর স্ত্রীর রয়েছে ৬৫ গ্রাম সোনা। অম্লানের নিজস্ব টয়োটা ফরচুনার গাড়ি রয়েছে। ইংরেজবাজারের বিজেপি প্রার্থীর স্থাবর সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। তাঁর স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। গাড়ির ঋণ সহ তাঁর মোট ৪০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার আর্থিক দায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। যোধপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও রয়েছে অম্লান ভাদুড়ির। তাঁর বিরুদ্ধে হবিবপুর থানায় ২০০৫ সালে একটি ফৌজদারি মামলা রয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন অম্লান।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতক ইংরেজবাজারের সিপিএম প্রার্থী অম্বর মিত্রর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। তাঁর স্ত্রী রীনা সোম মিত্র'র অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে প্রায় ২১ লক্ষ টাকার। অম্বরের নিজস্ব গাড়ি বা সোনা নেই। তাঁর স্ত্রীর ৬৫ গ্রাম সোনার গয়না রয়েছে। সিপিএমের সর্বক্ষণের কর্মী অম্বরের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য চার কোটি

# আমজনতা উন্নয়ন পার্টির রাজ্য সভাপতির পদত্যাগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির রাজ্য সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন বসিরহাটের পীরজাদা খোবায়েব আমিন।

সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে নবগঠিত আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের একটি ভিডিও। ১০০০ কোটি টাকার বিনিময়ে মুসলিম ভোটকে ভাগ করে শাসক দলকে হারানোই লক্ষ্য বলে জানা গেছে এই ভিডিওর কথোপকথন থেকে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা হয়নি। তবে ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই তড়িঘড়ি পদত্যাগ করলেন দলের রাজ্য সভাপতি পীরজাদা খোবায়েব আমিন। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির রাজ্য সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বসিরহাট দরবার শরীফের পীরজাদা খোয়ায়েব আমিন তা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানিয়ে দেন। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরকে চিঠি দিয়ে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির দলত্যাগ এবং রাজ্য সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর সেই চিঠির কপি পীরজাদা খোয়ায়েব আমিন তার সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট থেকে পোস্ট করেছেন।

এ বিষয়ে খোয়ায়েব আমিন বলেন, 'ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করার জন্য এই দলটা তৈরি করেছে। যে দলটির মধ্যে একটি ধর্মের মানুষকে নিয়ে লাফালাফি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সম্প্রীতির, পশ্চিমবঙ্গের মাটি অসাম্প্রদায়িকের কথা বলে না। যে কারণে আমি দল ত্যাগ করেছি। যখন যোগদান করেছিলাম ভেবেছিলাম আম মানুষের জন্য, সর্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কাজ হবে। পরে দেখলাম একটি সম্প্রদায়ের ভোট ব্যাংককে কাজে লাগিয়ে সবদলের মুসলিম ভোটকে ভাগ করে দেওয়াই উদ্দেশ্য। তা না-হলে তিন মাসের একটি দল দু'শো আসনে প্রার্থী দিয়ে তাও আবার এককোটি করে বাজেট করে দেয় কী করে। আসলে জেতাটা মূল লক্ষ্য নয়, মুসলিম ভোট ভাগ করে দিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিকেই সুবিধা করে দেওয়াই লক্ষ্য।'

আর হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে হাজার কোটি টাকার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সে প্রসঙ্গে খোয়ায়েব আমিন বলেন, 'দল দাবি করছে এআই দিয়ে বানানো হয়েছে। তা যাচাই করলেই জানা যাবে। তবে টাকার অংক বলা না-হলেও এ ধরনের কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। আমি এখন পীরজাদা হিসেবে মাওলানাবাগ দরবার শরিফ থেকে আগের মতো সামাজিক সেবার কাজ, মানুষকে

# হুগলির গুদামে অগ্নিকাণ্ড

**নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি:** হুগলির নসিবপুর খালধাড় এলাকায় একটি গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শনিবার দুপুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গুদামটি একটি বেসরকারি ই-কমার্স সংস্থা ডেলিভারির জন্য বিপুল পরিমাণ কাগজের কার্টন মজুত করে রাখা ছিল। দুপুরে হঠাৎ করেই গোডাউনের ভিতর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। দাহ্য পদার্থ, বিশেষ করে কাগজের কার্টন, থাকার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। তবে আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় দ্রুত দমকলে খবর দেওয়া হয়।

**Format C-1**

**Declaration about criminal cases** *(For candidate to publish in Newspaper, TV)*

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and Address of Candidate: **Mr. RABIN CHANDRA MANDAL, Vill: Tethibari, PO. Kismat Bajkul, P.S. Bhagabanpur, District: Purba Medinipur, PIN: 721655**

Name of Political Party: **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS**.

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election **:-WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTION-2026**

*Name of Constituency: **215, KHEJURI (SC)**

I, **Mr. RABIN CHANDRA MANDAL**, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

**(A) Pending criminal cases**

| SL No | Name of Court | Case No. and Dated | Status of Case(s) | Section(s) of Acts. Concerned & brief description of offence(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ld. A.C.J.M. at TEHATTA, NADIA | Palashipara P.S. CASE No.-62/2025 dated 03/02/2025 | Final Report submitted. Resulted in final Report as I was not charge-sheeted vide FRMF No. 145/2026 dated 15/03/26 | U/S 406/ 418/ 420/ 468/ 471/ 474/ 506/ 120B/ 34 IPC. (Offences related to criminal breach of trust, cheating, forgery, & criminal intimidation). |

**(B)Details about cases of conviction for criminal offences**

| SL. No. | Name of Court & date (s) of order (s) | Description of offence (s) & punishment imposed | Maximum Puishment imposed |
|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | NA |

*In the case of election of Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name constituency.

**Format C-1**

(For candidate to publish in Newspapers, TV)

(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: **PREM BANSFORE and 972A, Bhutbagan P.O.:- Kanchrapara & P.S. Bijpur, District:-North 24 Parganas, Pin. 743145 (W.B)**

Name of political party: **INDEPENDENT**

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**

*Name of Constituency: - **103- BIJPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY**

I, PREM BANSFORE (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

| | **Pending Criminal Cases** | | | |
|---|---|---|---|---|
| S.L. NO. | Name of court | Case No. and Date | Status of Case | Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s) |
| 1 | Pending before the Learned court of Executive Magistrate at Barrackpore | BIZPUR PS GDE NO-700 & 712 dated 01-04-2023 | Pending before the Learned court of Executive Magistrate at Barrackpore | Under Section 110 CRP.C Habitual offenders |
| 2 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | BIZPUR PS CASE NO-248/2019 Dated 11-05-2019 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Under Section 147/148/325/341 IPC punishment for rioting, rioting while armed with a deadly weapon, grievous hurt , wrongful restrain \ |

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

| Sl.no | Name of Court & Date of orders (s) | Description of offences (s) & Punishment imposed | Maximum Punishment Imposed |
|---|---|---|---|
| | NIL | NIL | NIL |

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

**Format C-1**

(For candidate to publish in Newspapers, TV)

(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: **SAJAL KARMAKAR and 972A, Bhutbagan P.O.:- Kanchrapara & P.S. Bijpur, District:-North 24 Parganas, Pin. 743145 (W.B))**

Name of political party: **INDEPENDENT**

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**

*Name of Constituency: - **103- BIJPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY**

I, **SAJAL KARMAKAR** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

| | **Pending Criminal Cases** | | | |
|---|---|---|---|---|
| S.L. NO. | Name of court | Case No. and Date | Status of Case | Section(s) of Acts concerned and brief description of offences (s) |
| 1 | Pending before the Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | BIZPUR PS GDE NO-559/2021 dated 10-11-2021 | Pending before the Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Under Section 420/406/506/34 IPC Cheating, Breach of Trust, Criminal Intimation, acts done by several persons in furtherance of a common intention |
| 2 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | BIZPUR PS CASE NO-371/2019 Dated 07-07-2019 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Under Section 341/323/324/307/506/34 IPC and 25/27 Arms Act Wrongful Restrain, grievous hurt, punishes the offense of voluntarily causing hurt, attempt to murder, Criminal Intimation and acts done by several persons in furtherance of a common intention and Whoever acquires, has in his possession or carries any prohibited arms or prohibited ammunition in contravention of section 7(Seven) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 7[seven years but which may extend to fourteen years] and shall also be liable to fine |
| 3 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Bizpur PS Case No-177/2020 Dated 10-05-2020 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Under Section 188 IPC penalizes knowingly disobeying a lawful order promulgated by a public servant |

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

| Sl.no | Name of Court & Date of orders (s) | Description of offences (s) & Punishment imposed | Maximum Punishment Imposed |
|---|---|---|---|
| | NIL | NIL | NIL |

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

**Format C-1**

(For candidate to publish in Newspapers, TV)

(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: **SOMENATH MITRA and 201/1-201/1/1, Nirmal Rekha Apartment, Banerjee Para Road, Post office:- Shyamnagar, Police Station:- Jagatdal District:-North 24 Parganas, Pin. 743127 (W.B)**

Name of political party: **INDEPENDENT**

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**

*Name of Constituency: - **106- JAGATDAL ASSEMBLY CONSTITUENCY**

I, **SOMENATH MITRA** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

| | **Pending Criminal Cases** | | | |
|---|---|---|---|---|
| S.L. NO. | Name of court | Case No. and Date | Status of Case | Section(s) of Acts concerned and brief description of offences (s) |
| 1 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No-534/23 dated 2023 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | U/S 323/341/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Act done by several persons in furtherance of common intention |
| 2 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No - 04/23 dated 2023 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | U/S 448/506/34 I.P.C, House-trespass Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. |

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

| Sl.no | Name of Court & Date of orders (s) | Description of offences (s) & Punishment imposed | Maximum Punishment Imposed |
|---|---|---|---|
| | NIL | NIL | NIL |

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

# দূষণ বৃদ্ধি, ইসিএলের কন্টিনিয়াস মাইনর প্রকল্প বন্ধে আন্দোলন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া:** জামুড়িয়ার ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের কুনুস্তোরিয়া এরিয়ার অন্তর্গত বাঁশড়া কোলিয়ারিতে শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে কন্টিনিউয়াস মাইনিংয়ের বিরুদ্ধে জোরালো বিক্ষোভ দেখানো হয়।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় বাসিন্দারা এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছেন এবং এটি সম্পূর্ণ বন্ধ করার দাবি তুলেছেন। শুক্রবার সংগঠনের পক্ষ থেকে বাঁশড়া কোলিয়ারির এজেন্ট কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, ওই সময় ইসিএল কর্তৃপক্ষের কোনও আধিকারিক স্মারকলিপি গ্রহণ করতে উপস্থিত ছিলেন না। এতে বিক্ষোভকারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ক্ষোভে কুনুস্তোরিয়া এলাকার নর্থ সিয়ারসোল ওপেন কাস্ট প্রকল্প থেকে বাঁশড়া সাইডিংমুখী কয়লা বোঝাই গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বাঁশড়ায় অবস্থিত রেলওয়ে সাইডিংয়ের কাজও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে কয়লা পরিবহণ পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায় এবং বহু ডাম্পার আটকে পড়ে।

আন্দোলনকারীদের দাবি, বাঁশড়া এলাকায় কন্টিনিউয়াস মাইনিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার লিখিত আশ্বাস না-পাওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ইসিএলের আঞ্চলিক ০মহাব্যবস্থাপকসহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তবে আলোচনায় কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি। বর্তমানে আন্দোলনকারীরা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এই প্রসঙ্গে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সঞ্জয় হেমব্রম ও নির্মল মুর্মু জানান, কন্টিনিউয়াস মাইনিং চালু হলে এলাকায় জল ও বায়ুদূষণ বাড়বে এবং মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুরুতর রোগের আশঙ্কা তৈরি হবে। তাঁদের দাবি, প্রস্তাবিত প্রকল্পের আশপাশে হাজার হাজার মানুষ বসবাস করেন, অথচ প্রকল্প শুরুর আগে স্থানীয়দের মতামত নেওয়া হয়নি। তাই প্রকল্প সম্পূর্ণ বন্ধের লিখিত নিশ্চয়তা না-দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না।

# ইউটিউবে ভিডিও বানাত, এখন প্রার্থী, মানব গুহকে কটাক্ষ অভিষেকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** শনিবার বিকালে মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে মেমারিতে রোড শো করেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়।

এদিন তিনি বলেন, তাঁর নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারকে যেভাবে তিনি দেখেন। মেমারিকেও সে ভাবেই তিনি দেখবেন। অন্যদিকে তিনি বলেন মেমারি একসময় লাল দুর্গ ছিল। সেই মেমারিতেই বিনয় কুমারের বাড়ি। রাস্তায় মানুষ কংগ্রেস বা অন্য দলের দলীয় পতাকা লাগাতেও পারত না। পরিবর্তনের হাত ধরে মেমারিরও পরিবর্তন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, যারা চোর, জোচ্চোর, চিটিংবাজ, তারা সকলে বিজেপি করে। কোনও ভদ্রলোক বিজেপি করে না। চার তারিখ সবুজ আবিরের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত বাজবে এবং ডিজেও বাজবে।

তৃণমূল প্রার্থী রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে মেমারিতে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিডিও অফিস এলাকা থেকে নতুন বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত রোড শো করেন। শেষে মেমারি নতুন বাসস্ট্যান্ডের সামনে পথ সভায় বক্তব্য রাখেন তিনি। মেমারির বিজেপি প্রার্থী মানব গুহকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ইউটিউবে ভিডিও বানাত। ২০২২ সালে উস্কানিমূলক ভিডিও তৈরি করে গ্রেপ্তার হয়েছিল কলকাতা পুলিশের হাতে। জেল খাটা মাল। ওকে ভোট দেওয়ার আগে মানুষ যেন ১০বার ভাবে।

# অন্ডালে সভা করতে আসছেন অমিত শাহ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল:** রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পার্থ ঘোষের সমর্থনে অন্ডালে সভা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বিজেপি সূত্রে খবর, সোমবার দুপুর দুটো থেকে সভাটি হবে খান্দরা ফুটবল মাঠে। শনিবার সভাস্থল পরিদর্শন করে বিজেপির জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এনএসজি টিম। সভাস্থলের পাশে অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হচ্ছে । এদিন তার প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখেন এনএসজির আধিকারিকারা। বিজেপির রানীগঞ্জ বিধানসভার ইনচার্জ তথা প্রার্থীর ইলেকশন এজেন্ট জয়ন্ত মিশ্রা জানান দলীয় প্রার্থী পার্থ ঘোষের সমর্থনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন নির্বাচনী জনসভা করতে।

ওই সভা নিয়ে ইতিমধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও। দলীয় স্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জনসভার প্রস্তুতি চলছে। ওই দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাতে রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হবে বলে দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জনসভার ঠিক আগে দলবদলের ফলে ধাক্কা খেলো বিজেপির শিবির।

অন্যদিকে এমতবস্থায় শুক্রবার রানিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কালোবরন মণ্ডলের উপস্থিতিতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি রাজেশ মণ্ডল ও মিডিয়া সেলের সদস্য গোপাল পারিক্ষ-সহ আরও কয়েকজন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসার আগেই বিজেপিতে এই ভাঙন কি কোনও প্রভাব ফেলবে রানিগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপির ওপর?

# সংখ্যালঘু ভোটে ধাক্কা তৃণমূলকে, আত্মবিশ্বাসে এগোচ্ছে বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** খানাকুলে সংখ্যালঘু ভোটে ধস। চিন্তায় তৃণমূল। আইএসএফ ক্রমশ এক্স ফ্যাক্টর হয়ে উঠছে খানাকুলে।খানাকুলে আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী রোড শোয়ে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিড় তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে ধস নামাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, আরামবাগ মহকুমার রাজনৈতিক মানচিত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত খানাকুল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে বিজেপি। বিধায়ক হন সুশান্ত ঘোষ। আসন্ন ২০২৬ সালের নির্বাচনেও তাঁকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি, ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। খানাকুলে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে উঠে আসছে সংগঠনের বিস্তার এবং বুথস্তরে সক্রিয়তা। এই প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'গত পাঁচ বছরে আমরা খানাকুলের প্রতিটি অঞ্চলে সংগঠনকে শক্তিশালী করেছি। মানুষের পাশে থেকে কাজ করেছি। তাই মানুষ আবারও আমাদের উপর আস্থা রাখবেন বলে আমি নিশ্চিত।'

তিনি আরও দাবি করেন, তৃণমূলের দুর্নীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মানুষ অতিষ্ঠ। উন্নয়ন থমকে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষ পরিবর্তন নয়, স্থিতিশীলতা চায়, আর সেই স্থিতিশীলতা বিজেপিই দিতে পারে। এই কেন্দ্রের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে (আইএসএফ)। দলের নেতা তথা ভাঙড়ের বিধায়ক সম্প্রতি খানাকুলে একটি বিশাল রোড শো করেন, যেখানে কয়েক হাজার সমর্থকের উপস্থিতি চোখে পড়েছে।

*নির্বাচনের প্রাক্কালে বড়সড় ধাক্কা তৃণমূলে। অমিত শাহের হাত ধরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন জেলা তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী মিনু বাউরি। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির কুশলডি ক্রিকেট ময়দানে বিজেপির জনসভায় অমিত শাহ মিনু বাউরি হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন।*

*হাঁসন বিধানসভার রামপুরহাট ২ নং ব্লকের কালুহা অঞ্চলের নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী ফায়েজুল হককে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন এক বৈষ্ণব সাধু।*

# বাংলায় মাছ-মাংস বন্ধ করা হবে না, তৃণমূল মিথ্যা প্রচার করছে: রেখা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসছে,গলসির প্রার্থী ভোটে জিতছে প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে জোর গলায় দাবি করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।

শনিবার বিকেলে পানাগড়ে পুরাতন কাঁকসা রোডে গলসি বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী রাজু পাত্রর সমর্থনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই জনসভায় যোগ দিয়ে রেখা গুপ্তা দাবি করেন, বাংলায় এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসলে মহিলাদের জন্য মাসে তিন হাজার টাকা অন্নপূর্ণা যোজনায় দেওয়া হবে। পাশাপাশি বেকার যুবকদের তিন হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, রাজু পাত্র গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের বুলডোজার বাবা। যাকে দেখতে অনেকটা পবন পুত্র হনুমানের মতোই দেখতে। বুলডোজারের মানে হল সাহস, হিম্মত এবং যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে লড়াই করার মতো ক্ষমতা যার আছে। ১৫ বছর ধরে বাংলায় একটা অপশাসন চলছে। যার কারণে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে। বাংলায় তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী বিরাজ করছে। যার কারনে বাংলায় একটাও মহিলা সুরক্ষিত নেই। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসলে তৃণমূলের এই সমস্ত গুন্ডাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে এবং সবাইকে শাস্তি দেওয়া হবে। বাংলার গরিব মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী টাকা পাঠালেও সেই টাকা গরিব জনতা পর্যন্ত পৌঁছয় না। তৃণমূল সরকার সেই টাকা হড়প করে নেয়। গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২ লক্ষ কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন বাংলার মানুষের জন্য, বাংলার উন্নয়নের জন্য। কিন্তু সেই টাকা বাংলার গরিব মানুষদের পর্যন্ত পৌঁছয়নি এবং কোনো উন্নয়নও হয়নি। দিল্লিতে ২০১৬ থেকে সপ্তম পে কমিশন লাগু হয়েছে। কিন্তু বাংলায় সেই পে কমিশন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চালু করেনি। কিন্তু বাংলায় বিজেপি সরকার আসলে সপ্তম পে কমিশন চালু করা হবে। দিল্লিতে যেমন মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাসে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসলে বাংলার মহিলাদের জন্য সমস্ত বাসে যাতায়াত ফ্রি করে দেওয়া হবে। এদিন হাতে পদ্ম ফুল নিয়ে গলসি বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী রাজু পাত্রর হাতে দিয়ে বলেন। এই পদ্মফুল মা লক্ষ্মীর প্রতীক। ঘরে সুখ শান্তির জন্য যেমন মা লক্ষ্মীপুজো দেওয়া হয় তেমনই বাংলায় সুখ শান্তির জন্য পদ্মফুল চিহ্নে সকলকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানান।

তবে এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে রেখা গুপ্তা দাবি করেন, বাংলায় মাছ ভাত বাংলার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি অটুট থাকবে। বাংলায় বিজেপি সরকার আসলেও বাঙালিকে মাছ ভাত খেতে কোনো ভাবেই বাধা দেওয়া হবে না।তৃণমূল মিথ্যা প্রচার করছে যে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসলে মাছ ভাত খাওয়া বন্ধ করে দেবে। অন্যদিকে এদিন মঞ্চ দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় গলসি বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী রাজু পাত্রকে। এদিন রাজু পাত্র তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তার কাছে নাকি খবর আসছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের তৃণমূল কর্মীরা ভয় দেখাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে। যদি কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তবে তারা আর কোনো রকম ভাবে সহ্য করবেন না। এবার তারা বদলা নেবেন। সময় আসলে হিসাব করে সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

# ১৯ এপ্রিল কৃষ্ণনগরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী মাঠ পরিদর্শনে বিজেপি নেতৃত্ব

নদিয়া ১৯ এপ্রিল: ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কৃষ্ণনগরে নির্বাচনী জনসভা। তার আগে কৃষ্ণনগর গভর্মেন্ট কলেজ ময়দানে মাঠ পরিদর্শনে এলেন বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। মূলত দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে ভোট প্রচারে আসতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচনের আগে নদীয়ার তাহেরপুরে আসার কথা থাকলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তার হেলিকপ্টার নামতে পারেনি।তাই এবার নদিয়ার কৃষ্ণনগর গভঃমেন্ট কলেজ ময়দানকে বেছে নেওয়া হয়েছে নির্বাচনী স্থল হিসেবে। আজ নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক বিজেপির জেলা সভাপতিসহ অনন্য নেতৃত্ব মাঠ পরিদর্শন এলেন। যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনে জনসভা তাই গোটা মাঠ জুড়ে এই সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপি নেতৃত্বর। কিন্তু কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ময়দান তে বেছে নেওয়ার একমাত্র কারণ, নদিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ দুই সাংগঠনিক জেলার মনোনীত বিজেপি প্রার্থী সহ কর্মী সমর্থকেরা যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রীর এই জনসভায়। ইতিমধ্যেই আজ থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সভার যাবতীয় প্রস্তুতি। তবে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা যেখানেই হচ্ছে সেখানেই উপচে পড়ছে মানুষ। কৃষ্ণনগর গভর্মেন্ট কলেজ ময়দান প্রধানমন্ত্রীর জনসভার ক্ষেত্রে অনেকটাই ছোট বলে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তবে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় মাঠ নদিয়ার অন্য কোথাও নেই। তাই এই কৃষ্ণনগর গভমেন্ট কলেজ ময়দান কি প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

# শমীকের রোড শোয়ে জনস্রোত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** আরামবাগে রোড শো বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের। আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগের সমর্থনে বিশাল রোড শো করে গেলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

শনিবার হুগলির আরামবাগের দৌলতপুর সংলগ্ন এলাকায় বিধানসভা নির্বাচনী কার্যালয়ে পৌঁছলে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরা, প্রার্থী হেমন্ত বাগ, বিজেপির আরামবাগ পুরমণ্ডলের সভাপতি সুমন তেওয়ারি-সহ অন্যান্য সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বরা। রোড শোটি দৌলতপুর থেকে শুরু হয়ে বাস স্ট্যান্ড হয়ে আরামবাগের বসন্তপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় শেষ হয়। বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে রোড শোটি জনজোয়ারে পরিণত হয় এবং বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এদিন আরামবাগে রোডশোকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, তৃণমূল চোখে তারা দেখছে, সেজন্য তারা তারকা নিয়ে আসছে। অন্যদিকে, প্রার্থী হেমন্ত বাগ নাম ঘোষণার পর থেকেই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানান। উল্লেখ্য, যদিও এবারের নির্বাচন আরামবাগ বিধানসভায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

# বিজেপি কমিশনকে মাঠে নামিয়েছে বাংলা দখলের উদ্দেশ্যে: সায়নী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** শনিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সমর্থনে সভা করলেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ সায়নী ঘোষ। এদিন বিকেলে সভাটি হয় পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বহুলা ফুটবল মাঠে। কখনও বাংলা, কখনও হিন্দিতে ভাষণের পাশাপাশি কখনও রবীন্দ্রনাথের কবিতার উক্তি কখনো হিন্দি শায়েরি বলে এদিন সভা জমিয়ে দেন সায়নী।

তিনি বলেন, বিজেপি বহুবার বাংলা দখলের চেষ্টা করেছে প্রতিবারই তারা ব্যর্থ হয়েছে। আগে তারা এমপি এমএলএ কিনে নিত, পরে সেই এমপিএম এলে না-ফিরে আসতে কালীঘাটের দরজায়। তাই কেনাবেচার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। এরপর তারা বাংলা দখলের জন্য মাঠে নামিয়েছিল ইডি-সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে। অনেককে মিথ্যা মামলাই ফাঁসিয়েছিল, অনেককে গ্রেপ্তার করেছিল কিন্তু তাতে ফল বিশেষ হয়নি। তাই বিজেপি এবার নির্বাচক কমিশনকে মাঠে নামিয়েছে বাংলা দখলের উদ্দেশ্যে। এসআইআরের নামে বহু ন্যায্য ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে কমিশন। বিজেপি ভাবছে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে ভোটে জিতবে।

# দুষ্কৃতীদের গুলিতে হত বিএসএফ জওয়ান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** মণিপুর সীমান্তে প্রহরারত অবস্থায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হল মালদার এক বিএসএফ কর্মীর। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ওই রাজ্যের সীমান্তে টহলদারির সময় বাংলাদেশি চোরাকারবারিদের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে তাদের বাড়ির ছেলের। যদিও মৃতের পরিবারকে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএসএফ কর্তৃপক্ষ গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জানালেও, কারা এই গুলি চালানোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সেটি পরিষ্কার করে বলতে পারেনি। শুক্রবার রাতের এই ঘটনার পর শনিবার সকাল থেকেই মালদার মোথাবাড়ি এলাকার মৃত ওই বিএসএফ কর্মীর বাড়িতে সমবেদনা জানাতে আসেন শাসক ও বিরোধী দলের প্রার্থীরা। এমনকি গোটা এলাকা শোকে ভেঙে পড়েছে। এলাকার একমাত্র বিএসএফ কর্মীর গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় শনিবার কার্যত অরন্ধন পালন করেন পাড়া প্রতিবেশীরা। রবিবার মৃতদেহ মালদার মোথাবাড়ি গ্রামের বাড়িতে আনার কথা জানিয়েছেন ওই বিএসএফ কর্মীর পরিবারে লোকেরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মিঠুন মন্ডল (৩৪) । তাঁর বাড়ি মোথাবাড়ি থানার উত্তর লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগজানটোলা এলাকায় । তিনি বিএসএফের ১৭০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কর্মরত ছিলেন। পরিবারে স্ত্রী সুলেখা মন্ডল এবং তিন ও পাঁচ বছরের দুই নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে।

মৃতের বাবা মন্টু মণ্ডল বলেন, তাঁরা পেশায় কৃষক। তাঁর দুই ছেলে। মিঠুন ছিল বাড়ির বড় ছেলে। ছোট ছেলে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। প্রায় ৮ বছর ১১ মাস আগে মিঠুন বিএসএফের ১৭০ ব্যাটালিয়নের আলফা কোম্পানিতে কনস্টেবল পদে যোগ দেন। প্রায় ৬ বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। শুক্রবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় ডিপার্টমেন্ট থেকে ফোনে জানানো হয়, মিঠুনের গুলি লেগেছে, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রায় ১৫ মিনিট পর আবার ফোন করে জানানো হয়, মিঠুন শহিদ হয়ে গিয়েছেন।

পাড়া প্রতিবেশীদের কথায়, মিঠুন ছিল অত্যন্ত মিশুকে। ও যেখানে ডিউটিতে ছিল সেই সীমান্ত এলাকায় কোনও টেনশন ছিল না এমনটাই কয়েক মাস আগে ছুটিতে এসে জানিয়েছিল মিঠুন। সর্বদায় হাস্যময় মিঠুনের মৃত্যু দুষ্কৃতীদের গুলিতে হবে ভাবতেই পারছেন না তাঁরা। যদিও এদিন মৃতের স্ত্রী সুলেখা মণ্ডল স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে ঘনঘন জ্ঞান হারিয়েছেন। মৃতের ভাই মহাদেব মণ্ডল বলেন, 'কাদের গুলিতে মিঠুনের মৃত্যু হল সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। খালি ফোন করে জানানো হয়েছিল অন্ধকারের মধ্যে দুষ্কৃতীরা গুলি চালিয়েছে। সেইগুলি বুকে লেগেই মৃত্যু হয়েছে মিঠুনের। আমাদের ধারণা সীমান্তে প্রহরা দেওয়ার সময় বাংলাদেশি চোরাকারবারিদের হাতেই গুলিবিদ্ধ হতে পারে।' মণিপুর থেকে বিমানে করে গুয়াহাটিতে আনা হবে মৃতদেহ। সেখান থেকেই পরবর্তীতে বাগডোগরা হয়ে সড়ক পথেই দেহ আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে মালদার গ্রামের বাড়িতে।

## ভোটের মুখে স্কুলের ছাদে বোমা বিস্ফোরণ কাঁপল এলাকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** হঠাৎই স্কুলের ছাদে বোমা বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের ফলে গোটা স্কুল কেঁপে উঠলো। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে, নদিয়ার কল্যাণী থানার ঘোড়াগাছা মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের। ঘটনার পর আরো একটি কৌটো বোমা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা।

স্কুল সূত্রে খবর, যদিও স্কুলের আজ পরীক্ষা ছিল পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় পর ছাত্র-ছাত্রীরা কেউই ছিল না স্কুলে। শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকেরা ছিলেন স্টাফ রুমে। হঠাৎই বিস্ফোরণে আওয়াজে কেঁপে ওঠেন তাঁরা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্কুলের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

# অভিনব প্রচারে ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী শ্যামলী সর্দার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল:** ঘাটাল বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শ্যামলী সরদারের শশুর বাড়ি প্রসাদচক গ্রামে। সেখানে একাধিক দেওয়ালে ফুটে উঠেছে 'প্রসাদচক নিজের বউমাকেই চাই'। ঘাটাল বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামলী সর্দ্দারের অভিনব নির্বাচনী প্রচার ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়। এদিন সকাল থেকেই জোরকদমে প্রচারে নামেন তিনি। প্রচারের ফাঁকেই নিজের গ্রাম ও নিজের বুথে আয়োজন করেন এক চা চক্রের। ইরপালা অঞ্চলের প্রসাদচক বুথে মহিলাদের নিয়ে এই চা আড্ডায় অংশ নেন শ্যামলী সর্দ্দার।

উল্লেখ্য, এটি তাঁর শ্বশুরবাড়ির বুথ হওয়ায় এলাকায় আলাদা আবেগও লক্ষ্য করা যায়। চা চক্রের মাধ্যমে সরাসরি ভোটারদের সঙ্গে নিবিড় জনসংযোগে যুক্ত হন তিনি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মতামত ও সমস্যার কথা শোনেন। এই ধরনের অভিনব প্রচার যে ভোটের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। শুধু ভোট চাওয়া নয় ভোদারদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলায় লক্ষ্য। চা চক্রে মহিলাদের উপস্থিতি এবং সমর্থন প্রচারে অনেকটাই শ্যামলী সর্দ্দার কে এগিয়ে দেবে।

# শিল্পের জ্বালানিতে এলপিজি বরাদ্দে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

**নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল:** বিশ্বজুড়ে গ্যাসের বাজারে চরম অস্থিরতা। বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে এলপিজি বা রান্নার গ্যাসের জোগানে টান পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে দেশের শিল্পক্ষেত্রকে স্বস্তি দিতে বড় পদক্ষেপ করল মোদী সরকার। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে এলপিজি বা তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাসের জোগান স্বাভাবিক রাখা হবে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার চাকা সচল রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরিকল্পনায় শিল্পের গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রক জানিয়েছে, এমন কিছু শিল্প আছে যেখানে এলপিজি-র কোনও বিকল্প নেই। অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গ্যাস অপরিহার্য। সেই সব ক্ষেত্রে বরাদ্দে বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে। তাদের ক্ষেত্রে পিএনজি সংযোগ নেওয়ার বাধ্যবাধকতাও আপাতত শিথিল করা হয়েছে। জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যবহারকারী এবং কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারকারী শিল্পের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজন রেখা টেনেছে সরকার।

গত মাস থেকেই আন্তর্জাতিক সরবরাহ নিয়ে জটিলতা শুরু হয়েছে। ভারতের প্রয়োজনীয় এলপিজি-র প্রায় ৬০ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। যার সিংহভাগ আসে হরমুজ প্রণালী হয়ে। সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ওই পথে পণ্য পরিবহণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরিসংখ্যানে প্রকাশ, গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ২০ লক্ষ টনের বেশি এলপিজি আমদানি হয়েছিল। মার্চ মাসে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১১ লক্ষ টনে। অর্থাৎ মাত্র ৩০ দিনে আমদানি কমেছে প্রায় ৪৫ শতাংশ।

এই ঘাটতি সামাল দিতেই কেন্দ্রীয় সচিব নিরজ মিত্তল সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে চিঠি দিয়েছেন। নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, ফার্মা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পলিমার, কৃষি, প্যাকেজিং, ইস্পাত এবং কাচের মতো জরুরি শিল্পক্ষেত্রগুলি তাদের আগের চাহিদার ৭০ শতাংশ গ্যাস নিশ্চিতভাবে পাবে। প্রতিদিনের হিসেবে এই বরাদ্দের ঊর্ধ্বসীমা রাখা হয়েছে ০.২ টিএমটি। এর পাশাপাশি যে সব শিল্প পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস (পিএনজি) ব্যবহারে সদিচ্ছা দেখাবে, তারা অতিরিক্ত ১০ শতাংশ গ্যাস পাবে।

## প্রধানমন্ত্রীকে খুনের চক্রান্ত, বিহার পুলিশের জালে ৩

**পাটনা, ১১ এপ্রিল:** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার ষড়যন্ত্র! এই অভিযোগে বিহার পুলিশ বক্সার জেলা থেকে অমল কুমার তিওয়ারি-সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, প্রধান অভিযুক্তরা তহবিলের জন্য মার্কিন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির (সিআইএ) সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। গোপন সূত্রে তথ্য পেয়ে বক্সার জেলার পুলিশ সিমরি থানার অন্তর্গত আশা পারারি গ্রামে অভিযান চালায়। সেখান থেকে অমল কুমার ও আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের অভিযোগ, অভিযুক্তরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গোপনীয় তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করছিল এবং বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং অভিযুক্তদের জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

## খেলা

### হকি ডার্বির ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতা হকি প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। টানা দু' বছর হকি লিগ চ্যাম্পিয়ন হল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। গ্রুপ পর্বের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে ৪-১ গোলে হারিয়েছিল মোহনবাগান। ফাইনালেও সেই জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল তারা। শনিবার যুবভারতীর হকি স্টেডিয়ামে ৩-১ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। এই ফাইনাল প্রথমে রবিবার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রবিবার যুবভারতীতে আইএসএলের ম্যাচ রয়েছে মোহনবাগানের। সেই কারণেই, হকি লিগের ফাইনাল শনিবার করার সিদ্ধান্ত নেয় হকি বেঙ্গল। মোহনবাগান পুরো ফিট দল নিয়ে খেললেও ইস্টবেঙ্গলে দেবেন্দ্র বাল্মীকি ও আফফান ইউসুফকে চোটের জন্য পায়নি। শনিবারের ফাইনালে শুরু থেকেই আধিপত্য বজায় রাখে মোহনবাগান। প্রথমার্ধে মোহনবাগানের হয়ে গোল করেন অভ্রান সুদেব ও রোহিত মোহিল। ২-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান কমান প্রতাপ লাকরা। মহম্মদ রাহিলের গোলে ৩-১ এগিয়ে যায় মোহনবাগান। গ্রুপ লিগের মতো এদিনও স্টেডিয়ামের গ্যালারি মুখরিত ছিল মোহনবাগান সমর্থকদের আওয়াজে। চ্যাম্পিয়ন হয়ে সমর্থকরা আনন্দে মাঠ ছাড়লেন। মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস দত্ত জানিয়ে গেলেন, বাঙালি হকি খেলোয়াড়দের জন্য কিছু করতে চায় মোহনবাগান। বাংলাকেন্দ্রিক হকি অ্যাকাডেমি তৈরির উদ্দেশ্য রয়েছে তাদের।


**Havelok Housing Co-operative Society Ltd.**
[Regd. No. 82/RTAH/MIG dated- 06/08/2013]
The said society is inviting quotation to the Contractor firms to submit their quotations for construction, (civil &full finished) project supervision for G+4 storied residential building on Premises No. 10-0903 in Street No. 0903 (12 M. wide) Plot No. III C /1250 in Action Area III C, New Town, Kolkata of the Havelok Housing Co-operative Society Ltd. quotation to be submitted within 7days from the date of publication this advertisement.
Email id- havelokkolkata@gmail.com, kkmventures1@gmail.com
**Secretary / Chairman**



বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
**৯৮৩১৯১৯৭৯১**


**উত্তর পূর্ব রেলওয়ে**

ডে. সিএমই/ওয়ার্কস- চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন ই রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর-ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন : **ক্রম নং ১. ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম : টেন্ডার নং :** "২০-জিকেপি- এমডব্লুএস-২০২৫-২৬" "৫২,১৭৬টি ড্যাম্পার-মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে, গোরক্ষপুর এর ক্লিনিং, টেস্টিং এবং পরিবহণ"। **আনুমানিক ব্যয় (টাকায়) :** ২০,৮২,৩৪৪.১৬, **বায়না জমা (টাকায়)** ৪১,৭০০ টাকা, **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ :** ০২.০৫.২০২৬ সকাল ১১ টা পর্যন্ত, **টেন্ডার নথি মূল্য :** নেই, **চুক্তির মেয়াদ :** ২৪ মাস। উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত ভারতীয় রেলওয়ে ওয়েবসাইট **http:// www.ireps.gov.in.** থেকে পাওয়া যাবে।

**ডে. সিএমই/ওয়ার্কস**
**গোরক্ষপুর**

**CPRO/Mech-05**

**ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না**

**ফর্ম নং ইউআরসি-২**

আইনের একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম ভাগের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২)-এর অনুসরণে, ১৫ দিন পর কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে, অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সাল এগ্রো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ-কে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম ভাগের অধীনে নিবন্ধনের জন্য, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার ("সিআরসি"), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("আইআইসিএ"), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর - ৫, আইএমটি মানেসার, গুরগাঁও (হরিয়ানা) ১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদনপত্র দাখিল করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

৩. সাধারণ ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক/আমদানিকারক এবং কমিশন এজেন্ট হিসাবে বীজ, সার, কীটনাশক, আগাছানাশক এবং ছত্রাকনাশকের ব্যবসা পরিচালনা ও অব্যাহত রাখা এবং ভারতে বা অন্যত্র অর্ডার সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী, ক্রেতা, দালাল, প্রস্তুতকারক, কারিগর এবং সাধারণভাবে সকল প্রকার, যোগ্যতাসম্পন্ন ও বিবরণের পণ্যসামগ্রী ও সামগ্রীর ব্যবসায়ী ও নির্মাতা হিসাবে ব্যবসা পরিচালনা করা, যা প্রতিষ্ঠানটি উপযুক্ত ও সঠিক বলে মনে করবে ইত্যাদি।

৪. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংঘবিধির একটি অনুলিপি ১৬ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, রুম নং ৬, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৫. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি আপত্তি জানালে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও পাঠাতে পারবেন।

তারিখ ১২ এপ্রিল ২০২৬

আবেদনকারীর নাম(সমূহ)
১. কমল কুমার রায় (অংশীদার)
২. শুভময় রায় (অংশীদার)
৩. সুস্মিতা রায় (অংশীদার)

**Format C-7**
**(for political parties to publish in the newspapers, social media platforms & website of the party)**

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for selection, as to why other individuals without criminal antecedents could not be selection as candidates. (As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition(C) no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011)

Name of Political Party: **BHARATIYA JANTA PARTY**
*Name of the Election: **WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026**
Name of State/UT: **WEST BENGAL**
(1) Name of Constituency-226 Sabang Assembly Constituency
Name of the candidate - Amal kumar Panda

| Sl.no | | | |
|---|---|---|---|
| 1.A | Criminal antecedents | | |
| | a. | Nature of the offences | U/S-147,148,149,332,333,153 I.P.C. |
| | b. | Case no. | SABANG P.S. CASE NO-25/99 DT. 11.04.1999, (G.R.NO. 631/99, REG. NO.-8548/17) |
| | c. | Name of the Court | 3RD J.M. PASCHIM MEDINIPUR |
| | d. | Whether charges have been framed or not (Yes/No) | NO |
| | e. | Date of conviction, if any | N.A. |
| | f. | Details of punishments undergone, if any | N.A. |
| | g. | Any other information required to be given | |
| 1.B | | | |
| | a. | Nature of the offences | |
| | b. | Case no. | |
| | c. | Name of the Court | |
| | d. | Whether charges have been framed or not (Yes/No) | |
| | e. | Date of conviction, if any | |
| | f. | Details of punishments undergone, if any | |
| | g. | Any other information required to be given | |
| 1.C | | | |
| | a. | Nature of the offences | |
| | b. | Case no. | |
| | c. | Name of the Court | |
| | d. | Whether charges have been framed or not (Yes/No) | |
| | e. | Date of conviction, if any | |
| | f. | Details of punishments undergone, if any | |
| | g. | Any other information required to be given | |
| 1.D | The reasons for the selection of the candidate, Selection shall be with reference to qualifications, achievements and merit of the | | |

2. Name of Constituency - 226 Sabang A/C
Name of the candidate – Amal Kumar Panda
……………………………………………and so on

*In the case of election to Council of States or States or election to Legislative Council by MLAS, mention the election concerned in place of name of Constituency.

**Signature of office bearer of the Political Party**
**Name and designation**
**Amulya Maity, Election Agent**

**Format C-1**
**(for candidate to publish in Newspapers, TV)**

**Declaration about criminal cases**
**(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)**

**Name and address of candidate:** Dr. Pranat Tudu , Ghoradhara P.O. , PS, DIST: - Jhargram Pin: 721507
**Name of political party:** Bharatiya Janata Party
**(Independent candidates should write "Independent" here)**
**Name of Election:** West Bengal Legislative Assembly Election-2026
**Name of Constituency:** 237- Binpur (ST)
**I, Dr. Pranat Tudu , a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:**

| Sl. No. | Pending criminal cases | | | Details about cases of conviction for criminal offences | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Name of Court | Case No. and Status of Case | Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s) | Name of Court & date(s) of order(s) | Description offence(s) punishment of & imposed |
| 1 | Ld. ACIM, Garbeta, Paschim Medinipur | Garbeta P.S Case No: 146 /24, Dt:- 25/05/2024 | Under section 341/323/326/307 /354 /506/34 of I.P.C. These offences are relating to causing grievous hurt, attempt to murder, wrongful restraint, criminal intimidation, Assault or using criminal force with intent to outrage modesty of a women. | NIL | NOT APPLICABLE |

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

**Format C-1**
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **PRAMOD SINGH and Holding No.18, BL No.18, P.O. & P.S. Jagatdal, District:-North 24 Parganas, Pin. 743125 (W.B)**
Name of political party: **INDEPENDENT**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **106- JAGATDAL ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, **PRAMOD SINGH** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

| | **Pending Criminal Cases** | | | |
|---|---|---|---|---|
| S.L. NO. | Name of court | Case No. and Date | Status of Case | Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s) |
| 1 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No- 284/2019 dated 01-04-2019 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | U/S 341/323/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Act done by several persons in furtherance of common intention |
| 2 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No - 302/19 dated 08-04-2019 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | U/S 341/324/325/506/34 I.P.C, Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. |
| 3 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No - 646/19 dated 18-07-2019 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | U/S 341/325/506/34 I.P.C., Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. |
| 4 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No - 663/19 dated 24-07-2019 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | U/S 147/148/149/307 I.P.C., &25/27 Arms Act & 34 E.S. Act. & 9 MPO Act. Rioting, Rioting armed with deadly weapon, Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object, attempt to murder, Punishment for causing explosion likely to endanger life or property. Section 4. Punishment for attempt to cause explosion, or for making or keeping explosive with intent to endanger life or property, any person commits any subversive act |
| 5 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No - 990/19 dated 21-11-2019 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | U/S 448/325/308/427/379/506/34 I.P.C. House trespass, voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to commit culpable homicide, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Theft, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. |
| 6 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No - 142/2022 dated 27-02-2022 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | U/S 341/506/186/34 I.P.C & 131 Representative of the People's Act 1951. Punishment for wrongful restraint, Criminal Intimation, Obstructing public servant in discharge of his public functions, Act done by several persons in furtherance of common intention and Penalty for disorderly conduct in or near Poling Station. |
| 7 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No - 146/22 dated 22-02-2022 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | U/S 341/323/506/504/34 I.P.C Punishment for wrongful restraint, voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Insult intended to provoke breach of the peace, Act done by several persons in furtherance of common intention |
| 8 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No- 339/22 dated 26-05-2022 | | U/S 341/325/307/506/34 I.P.C & 25/27 Arms Act. Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, attempt to murder, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. Whoever acquires, has in his possession or carries any prohibited arms or prohibited ammunition in contravention of section 7(Seven) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than [seven years but which may extend to fourteen years] and shall also be liable to fine. |
| 9 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No - 355/22 dated 03-06-2022 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No -355/22 dated 03-06-2022 U/S 448/384/506/120B/34 I.P.C House trespass, Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, Criminal Intimation, Criminal conspiracy, Act done by several persons in furtherance of common intention |
| 10 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No - 372/22 dated 11-06-2022. | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Under Section 341/323/506/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Criminal Intimation and Act done by several persons in furtherance of common intention |
| 11 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | Jagatdal PS Case No- 107/2024 dated 02-04-2024 | Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore | U/S 447/427/323/325/307/506/34 IPC Criminal trespass, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Punishment for voluntarily hurt, Voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to murder, Crimination Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. |

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

| Sl.no | Name of Court & Date of orders (s) | Description of offences (s) & Punishment imposed | Maximum Punishment Imposed |
|---|---|---|---|
| | NIL | NIL | NIL |

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.


Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

# নিকাশি আর পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার ডোমজুড়

তাপস মাইতি ● তৃণমূল প্রার্থী

গোবিন্দ হাজরা ● বিজেপি প্রার্থী

**শুভাশিস বিশ্বাস**

২০২৬-এর ভোটের ময়দানে এবার কোথাও প্রার্থীকে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করতে, আবার কোথাও তাঁরা বসে যাচ্ছেন দোকানেও। তবে এই সবে মাঝেই উঠে আসছে রাজনীতির সুর। যেখানে ধরা পড়ছে কর্মসংস্থান থেকে খাদ্যাভ্যাস, এই দুই ইস্যুর তীব্র টানাপোড়েন। এর থেকে ব্যতিক্রম হল না ডোমজুড়ও। সেখানে নজরে আসে কোনও এক রবিবাসরীয় সকালে বিজেপি প্রার্থী গোবিন্দ হাজরার রাস্তার ধারের তেলেভাজার দোকানে দাঁড়িয়ে চপ ভাজছেন নিজেই। কড়াইয়ের গরম তেলে চপ ছাড়ার ফাঁকেই শাসক শিবিরকে কটাক্ষ করে বলেন, রাজ্যে শিল্প নেই, কাজ নেই, তাই 'চপ ভাজা'ই শেষ ভরসা। আর এর সঙ্গেই যেন উস্কে দিলেন সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চপ ভাজা' নামক পুরনো বিতর্ক। পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী গোবিন্দ হাজরার শাসক দলকে বিদ্ধ করে এও বলেন, ' রাজ্যে যে শিল্প আছে বলে দাবি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো তা আদতে কিছুই নয়, এসব প্রচার স্রেফ ভোটের গিমিক।' এমন এক ব্যতিক্রমী ঘটনায় দোকানের সামনে জমে ভিড়ও। সেখানে কারও চোখে ধরা পড়ে বিস্ময় আবার কারও চোখে মুখে ছিল কটাক্ষের মুচকি হাসি ও। আর এখানেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারনা, চাকরি না থাকলে চপ ভাজাই তো শেষ পথ, সেই বার্তাই হয়তো দিতে চেয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। শুধু তাই নয়, এই ধরনের প্রতীকী প্রচার সরাসরি ভোটারের মন ছুঁয়ে যায়, নাটকীয় হলেও বার্তাটা স্পষ্ট ।

এরই ঠিক উল্টো ছবি জোড়াফুল শিবিরে। রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাবের অভিযোগ তুলে বিজেপি যখন শাসকদলকে আক্রমণ শানাচ্ছে, তখন ডোমজুড়ের শিল্প সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরে পালটা জবাব দিচ্ছে তৃণমূল।ইতিমধ্যেই ডোমজুড়ে গড়ে ওঠা জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি পার্ক, হোসিয়ারি পার্ক এবং ইনফ্রা পার্ক যেভাবে গ্রামীণ হাওড়ায় কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দেখিয়েছে। আর এই সাফল্যকে হাতিয়ার করেই প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল প্রার্থী তাপস মাইতি। তাঁর বক্তব্য, ডোমজুড় থেকে ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে যাওয়ার দিন শেষ। এখন এখানেই দক্ষ কারিগর হিসাবে কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাজ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে আগামীর গন্তব্য হিসাবে উঠে আসছে ডোমজুড়। পাশাপাশি তৃণমূলের দাবি, গত এক দশকে এলাকায় একাধিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে ওঠায় ব্লকের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো মজবুত হয়েছে। বিশেষ করে অঙ্কুরহাটিতে গড়ে ওঠা জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি পার্ক করোনা পরবর্তী সময়ে কর্মসংস্থানের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এক সময় ভিন রাজ্যে স্বর্ণশিল্পের কাজে চলে যাওয়া বহু দক্ষ শ্রমিক ফিরে এসেছেন এখানে। চেন্নাই, মুম্বই, রাজস্থান, বেঙ্গালুরু এমনকি দুবাই থেকেও কারিগররা ফিরে কাজে যোগ দিয়েছেন ডোমজুড়ে। বর্তমানে এই পার্কে ৩৫টি সংস্থা কাজ করছে, যার মধ্যে সোনা ও হিরের গয়না তৈরির ১৮টি বহুজাতিক এবং ১৭টি দেশীয় ইউনিট রয়েছে। বর্তমানে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করছেন এখানে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি করছেন ডোমজুড়ের তৃণমূল প্রার্থী। পাশাপাশি জগদীশপুর মৌজায় ১২৫ একর জমির উপর গড়ে ওঠা ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি পার্ক ও আধুনিক ইনফ্রা পার্কও গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের পরিধি বাড়িয়েছে। আর এমন ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে তৃণমূল প্রার্থী তাপস মাইতি প্রচার করছেন, ডোমজুড়ে পর্যাপ্ত সরকারি জমি রয়েছে, যেখানে আরও বড়ো শিল্পপার্ক গড়ে তোলা সম্ভব। নির্বাচনে জয়ী হলে শিল্পোদ্যোগীদের জমি পাওয়ার সমস্যা দূর করা হবে। পরিকাঠামোগত সমস্ত সুবিধা নিশ্চিত করাই হবে তাঁর অগ্রাধিকার। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার সঙ্গে সংলগ্ন জনবসতিতে নিকাশি বা অন্যান্য সমস্যার দিকেও নজর দেওয়া হবে।' নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূলের এই শিল্পোদ্যোগী নীতি কিছুটা হলেও যে বেকায়দায় ফেলেছে বিজেপিকে তা নিঃসন্দেহে বলাই যায়।

এদিকে ডোমজুড়ের স্থানীয় বাসিন্দাদের রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। কারণ, প্রকাশ্যে জলাশয় ভরাট, বেআইনি বহুতল নির্মাণের প্রতিবাদ জানিয়েও কোনও সুরাহা পাননি বাঁকড়ার বাসিন্দারা। বারে বারে শাসক দলের স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সদুত্তর মেলেনি স্থানীয়দের। নির্বাচনী প্রচারে শাসক দলের প্রার্থী এলাকায় এলে তাঁকে প্রশ্ন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার সদুত্তর না দিয়ে তিনি জানেন না বলে দায়ভার ঝেড়ে ফেলতেও দেখা যায় তাঁকে। এছাড়াও এলাকায় রয়েছে নিকাশি ও পানীয় জলের সমস্যা। ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে নিশ্চিন্দা, দুর্গাপুর অভয়নগর ১ ও ২, বালি, সাঁপুইপাড়া, চক পাড়া আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষেরা এই দুই সমস্যার জাঁতাকলে পড়ে জেরবার। গত বেশ কয়েকটি নির্বাচনে শাসক দলের পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানের জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক থেকে শুরু করে শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্যরা সমস্যা সমাধানের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি বরং স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এলাকায় বেআইনি বহুতল নির্মাণ বেড়েছে। ফলে নতুন করে আরো গভীর হয়েছে নিকাশির সমস্যা। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার জমা জল মানুষের বসবাসের ঘরে ঢুকে যায়। আর নির্বাচনী প্রচারে এসে এই সব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিতে শোনা যায় সিপিআই(এম) প্রার্থী দুলু দাসকে।

এদিকে হাওড়া জেলার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, একসময় এই এলাকাটি বামফ্রন্টের, বিশেষ করে সিপিআই(এম)-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুর্গ ছিল।

১৯৫১ সালে তৈরি হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি বিধানসভা নির্বাচনের সবকটিতেই অংশ নিয়েছে ডোমজুড়। শুরুর তিনটি ভোটে জিতেছিল অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)। এরপরই ব্যাটন হাতে নেয় সিপিআই(এম)। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা সাতটি জয়সহ মোট নয়বার এই কেন্দ্রটি তাদের দখলে ছিল। মাঝে কংগ্রেস জিতেছিল ১৯৬৭ ও ১৯৭২ সালে।

ডোমজুড়ের রাজনীতির ভোলবদল শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালের লোকসভা ভোট থেকেই। সেই সময় সিপিআই(এম)-এর থেকে ৭,৮৯৭ ভোটে এগিয়ে গিয়েছিল তৃণমূল। এই নির্বাচন থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান। এরপর ২০১১ সাল থেকে টানা তিনবার ডোমজুড় জয় করে নিজেদের আধিপত্য কায়েম রেখেছে জোড়াফুল শিবির। ২০১১ সালে তৎকালীন সিপিআই(এম) বিধায়ক মোহান্ত চট্টোপাধ্যায়কে ২৪,৯৮৬ ভোটে পরাজিত করেন তৃণমূলের রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৬ সালে তাঁর জয়ের ব্যবধান ছিল আকাশছোঁয়া- ১ লক্ষ ৭ হাজার ৭০১ ভোট। হারিয়েছিলেন নির্দল প্রার্থী প্রমিতা দত্তকে। আর এই কেন্দ্রের রাজনীতির একটি বড় মোড় আসে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে, যিনি তৃণমূলের টিকিটে এখান থেকে জয়লাভ করে রাজ্যের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তিনি দলবদল করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগ দিলে ডোমজুড়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্রটিকে মর্যাদার লড়াই হিসেবে নেয় এবং কল্যাণ ঘোষকে প্রার্থী করে। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালের নির্বাচনের ঠিক কয়েক মাস আগে রাজীবের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যত বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ম-প্রতীকে টিকিট পেলেও তৃণমূলের কল্যাণ ঘোষের কাছে ৪২,৬২০ ভোটে হারতে হয় রাজীবকে। তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং প্রচারের পর, কল্যাণ ঘোষ বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন এবং রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন, যা প্রমাণ করে যে ডোমজুড়ের মানুষ ব্যক্তি নয়, বরং দলের প্রতিই বেশি আস্থাশীল। ডোমজুড় মূলত একটি মিশ্র এলাকা, যেখানে একদিকে যেমন শিল্প ও কারখানার শ্রমিকদের বাস, অন্যদিকে গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষও রয়েছেন। রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ায় তৃণমূল এখানে বাড়তি রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করেছে।

এরপর ওই বছরই ফের ঘরওয়াপসি হয় রাজীবের। এদিকে বঙ্গ রাজনীতিতে যতই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে বামেরা ততই থাবা বিস্তার করছে গেরুয়া শিবির। এতদিন বিজেপি ডোমজুড়ে কার্যত প্রান্তিক শক্তি হিসেবে তৃতীয় স্থানে থাকলেও, ২০১৯ সাল থেকে তারা তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে এসেছে। ওই লোকসভা ভোটে বামেদের টপকে গেলেও তৃণমূলের থেকে ৫৫,০৩৩ ভোটে পিছিয়ে ছিল বিজেপি। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে সেই ব্যবধান আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮,৭১৩। ডোমজুড়ে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যাও ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। ২০১১ সালে যেখানে ভোটার সংখ্যা ছিল ২,১৬,৬৭৬। ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,১০,৭১৭। এই কেন্দ্রের বৃহত্তম ভোটব্যাঙ্ক হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। যা মোট ভোটারের প্রায় ২৪ শতাংশ। ডোমজুড়ের আদি বাসিন্দা তফশিলি জাতিভুক্ত মানুষ রয়েছেন ১৩.৪১ শতাংশ। এখানকার ৮৭.৬৭ শতাংশ ভোটার শহুর। মাত্র ১২.৩৩ শতাংশ ভোটার গ্রামীণ। ভোট দেওয়ার হার সবসময়ই বেশি। ২০১১ সালে এই হার ছিল ৮৬.২৬ শতাংশ। ২০২১ সালে ছিল ৮৩.৮৭ শতাংশ।

এমনই এক প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, আসন্ন ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যদি কোনও একটি আসন নিয়ে নিশ্চিত থাকে, তবে তা এই ডোমজুড়। ২০০৯ সাল থেকে সাতটি বড় নির্বাচনে তারা এখানে ধরাছোঁয়ার বাইরে লিড ধরে রেখেছে। বাম-কংগ্রেস জোট এখন এখানে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে, ব্যবধানের বোঝা এতই বেশি যে বিজেপি তৃণমূলকে কোনও জোরালো টক্করই দিতে পারছে না। কোনও নাটকীয় ঘটনা না ঘটলে ২০২৬-এ ডোমজুড়ে তৃণমূলকে হারানো যে কোনও শক্তির কাছেই অত্যন্ত কঠিন।

## নজরকাড়া কেন্দ্র

### ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

| প্রার্থীর নাম | দল | ভোট | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| কল্যাণ ঘোষ | তৃণমূল কংগ্রেস | ১,৩০,৪৯৯ | ৫২.০০ % |
| রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় | বিজেপি | ৮৭,৯৭৯ | ৩৫.০১ % |
| উত্তম বেরা | সিপিএম | ২২,৭৬৮ | ০৯.০৭ % |

### ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

| কেন্দ্র | ২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার | ২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা | ২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা |
|---|---|---|---|
| ডোমজুড় | ৩,১০,৭১৯ | ২,৮২,০১৭ | ২,৭৭,১২৩ |

**এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার**

## যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে ডোমজুড় কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গোবিন্দ হাজরা।

সাইকেল র‍্যালি করছেন দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত।

জনসংযোগে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটক।

প্রচারে পুরুলিয়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ মুখোপাধ্যায়।

প্রচারে বরানগর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সায়নদীপ মিত্র।

প্রচারে কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অর্ঘ্য গণ।